অমৃতবাজারপত্রিকা

মূল্যঃ—অগ্রিম বার্ষিক ৮৷৷০, ডাক মাশুল ১৷৷০, ষাণ্মাসিক ৪৸০, ডাক মাশুল ৮০, ত্রৈমাসিক ৩, ডাক মাশুল ।৵০ আনা। অনগ্রিম বার্ষিক ১০৷৷০, ডাক মাশুল ১৷৷০ টাকা। প্রতি খণ্ড ।৵০ আনা।

বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্যঃ—প্রতি পংক্তি, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার ৵০, চতুর্থ ও ততোধিকবার ৵০ আনা। ইংরেজী প্রতি পংক্তি ।০ আনা।

১০ম ভাগ | কলিকাতাঃ—১৭ই কার্ত্তিক—বৃহস্পতিবার, সন ১২৮৪ সাল। ইং ১লা নবেম্বর ১৮৭৭ খৃঃঅব্দ | ৩৮সংখ্যা

অমৃতরস ॥

সর্ব্বহিতৈষী পরম কারুণিক এক সন্ন্যাস হইতে প্রাপ্ত

মহৌষধ।

ইহা কেবল কতকগুলি দেশী ও কতক গুলিন পর্ব্বতজাত বনৌষধি সংযোগে রস প্রস্তুত হইয়া এমন অসাধারণ বহুবিধ রোগনাশক শক্তি ধারণ করিয়াছে, যে অমৃত রস উপাধিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বাস্তবিক তদ্রূপ কার্য্য করিতে সমর্থ। কি মহতী আশ্চর্য্য বৃক্ষ, লতা, বল্লী প্রভৃতি বনস্পতিতে বিশ্বস্রষ্টা যে কি চমৎকার গুণ প্রদান করিয়াছেন তাহার নিগূঢ় মর্ম্ম লোকে সবিশেষ বিদিত থাকিলে ব্যাধিমন্দির মানব দেহকে নানা প্রকার রোগের যন্ত্রণা দীর্ঘ কাল সহ্য করিতে হইত না, এবং অকালে কালের বশ হইতেও হইত না।

অপরঞ্চ অমৃত রস কি চমৎকার ঔষধ। ইহা সেবনে অনেক অনেক দুঃসাধ্য, কষ্টসাধ্য ও অসাধ্য রোগ ও শান্তি হইতে দেখা গিয়াছে। এমন কি ক্ষয়, যক্ষ্মা, শূল ও বহুবিধ শীরপীড়া, হৃদ্রোগ শ্বাসকাশ হৃদকম্প, অম্লপিত্ত অম্ল-শূল, পুরাতন জ্বর, প্রমেহ, মহামারিজ্বর, উপদংশ পারদ ঘটিত দোষ, মূত্রকৃচ্ছ্র, বহুমুত্র, রক্তবিকার, প্লীহা, পাণ্ডু, যকৃৎ ও গ্রহণী প্রভৃতি সকল প্রকার রোগ প্রতিকারে ইহা উৎকৃষ্ট। স্ত্রীলোকদিগের কতকগুলিন বিশেষ রোগ আছে, এ ঔষধ তাহার শীঘ্র প্রতিকারক। সূতিকা, প্রদর, মূর্চ্ছা, ভৌতিক রোগ, স্বপ্নে ভয়দর্শন, প্রভৃতি রোগে স্বচ্ছন্দ বিধেয়। মহাপুরুষের এমনও আজ্ঞা আছে, যে যথানিয়মে ঔষধ সেবন করিলে মৃতবৎসা দোষও থাকিবে না। পরন্তু এমত নির্দ্দোষ ঔষধ যে দুগ্ধপোষ্য শিশুরও সেব্য এবং পরমোপকারী।

উদাসীনের দত্ত আমার এই মহৌষধ ইংরাজ ১৮৬৮ সাল হইতে প্রচার হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে কোন বাঙ্গালি কোন প্রকার ঔষধ প্রকাশ করেন নাই। আমার প্রকাশের পরে এই আট বৎসরে যে কতই ইহার নকল হইল তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু আসল ও নকল, অনেক বিভিন্ন। পূর্ব্বে পুস্তকাকারে অসংখ্য আরোগ্য সমাচার ছাপান হইয়াছে, এক্ষণ নূতন কয়েক খানি আরোগ্য সমাচার প্রকাশ করা যাইতেছে।

শিশির মূল্য ৫৷৷০ টাকা। ডাকমাশুল আন্দাজ ১৵০। ব্যারিং এবং পেড একই মাশুল।

ওলাউঠার অত্যাশ্চর্য্য অমোঘ বটিকা।

সকল প্রকার ঔষধ অপেক্ষা এই ঔষধের চমৎকার গুণ প্রকাশ হইয়াছে, ইহা দ্বারা অতি অল্প সময়ের মধ্যে রোগ নিবারণ হয়। অধিকাংশ লোক ৫। ৬ ঘন্টার মধ্যে আরোগ্য হইয়াছেন। আমি পূর্ব্বে সহর আম্বালায় বার শত, এবং এ স্থানে আট শত বারজন লোকের দাতব্য চিকিৎসা করিয়াছি, তন্মধ্যে শতকরা ৯০ জন রোগীর অধিক আরোগ্য হইয়াছে। ইহা তালিকা দ্বারা প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

এই ঔষধের ৫০ পঞ্চাশ বটিকার মূল্য ৫ টাকা মাত্র, ইহা দ্বারা ২০ জন রোগী আরোগ্য হইতে পারে।

নিম্নলিখিত আরোগ্য সমাচার ছাপান যাইতেছে।

শ্রীহেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়।

মিশির পোখরা, বেনারস।

আরোগ্য সমাচার।

মহাশয় আপনার অমৃত রস আমি ১৫০ টাকার আনাইয়াছি; ইহা অতি আশ্চর্য্য ঔষধ বিবিধ দুরূহ রোগে তাহার অদ্ভুত শক্তি দৃষ্টি করিয়া আমরা চমৎকৃত হইয়াছি। শূল, পুরাতন, নূতন, হাঁপানি কাশী, জ্বর, যক্ষ্মা, গ্রহণী, স্ত্রীলোকের মূর্ছা রোগে ইহার সম্যক উপকারিতা দৃষ্টি করা গিয়াছে।

শ্রীশৈলেশচন্দ্র রায় মহাশয়

জমিদার ও অনারেরী মাজিষ্ট্রেট দেহুড়দা

জেলা বালেশ্বর।

আমার কনিষ্ঠা ভগ্নী জ্বর, প্রদর, অরুচি, শর ও মস্তক ফোলা, নাক হইতে শিরা বাহির হওয়া। গা, হাত ও পা কামড়ানি ইত্যাদি নানাবিধ পীড়ায় অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছিল, মহাশয়ের অমৃত রস সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছে। আমার প্রতিবাসী শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ট হালদার জ্বর, বমি, অর্শ, অজীর্ণ রোগে অতিশয় কষ্ট পাইতেছিলেন, অজীর্ণ এরূপ হইত, যে অন্ন আহারের পরের দিন পরে ঐ অন্ন স্ব আকারে নির্গত হইত, আপনার অমৃত রস সেবন করিয়া আশ্চর্য্য আরোগ্য হইয়াছেন।

শ্রীরামচন্দ্র নন্দ

মোং তেলীপাড়া, জয়নগর পোঃ আঃ।

ইতগ্রে মহাশয়ের নিকট হইতে যে অমৃত রস ঔষধ সমভিব্যাহারে আনা হয়, বিগত বৈশাখ মাসের মধ্যে মৎ পত্নি নানা প্রকার উৎকট ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। এমন কি জীবন রক্ষার কোন উপায় ছিল না। এমত অবস্থায় ঐ ঔষধ সেবনান্তর কতিপয় দিবসের মধ্যেই আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র রায় চৌধুরি জমিদার।

মোং বাহালগ্রাম, রহিমগঞ্জ, পোঃ আঃ

আপনার প্রকাশিত অমৃতরস আনয়ন করিয়া আমার পরিবারকে সেবন করানতে অনেক পরিমাণে রোগের উপসম বোধ হইতেছে শারিরিক দুর্ব্বলতা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বিশেষ হইয়াছে তবে উদরের বেদনা যে একেবারে আরাম হইয়াছে তাহা বলিতে পারি না, এক্ষণ যে অবস্থা দেখিতেছি, তাহাতে বোধ হয় আরও কিছু অধিক কাল ঔষধ সেবন করাইলে সম্পূর্ণ আরোগ্য হওয়ার সম্ভব। কারণ পীড়াও নিতান্ত অল্প দিবসের নহে।

শ্রীশশীভুষণ হালদার, ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট।

মোং মাতাভাঙ্গা জেলা কুচবেহার।

মহাশয় বৎসরাবধি আম জ্বর, এবং কাশে অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছিলাম, ডাক্তারি ও বৈদ্যমতে নানাবিধ ঔষধ ব্যবহার করাতে ও পীড়ার কিঞ্চিৎ মাত্র উপসম না হওয়ায় পরিশেষ মহাশয়ের জগৎ পরিচিত অমৃত রস ব্যবহার করাতে সম্যক আরোগ্য লাভ করিয়াছি। আমার যেরূপ উপকার করেলেন ইহাতে মহাশয়ের নিকট চিরকৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ থাকিলাম, এবং যাহাতে আপনার অমৃতরস এই গ্রামে এবং ইহার চতুঃপার্শ্বে বিশেষ প্রকারে পরিচিত হয়, তজ্জন্য সর্ব্বদা চেষ্টিত থাকিলাম।

শ্রীরমানাথ বন্দোপাধ্যায়।

মোং হরিপুর, জেলা, দিনাজপুর।

মহাশয় আপনার উদাসীন দত্ত অমৃত রস মহৌষধের গুণ ভুবন বিখ্যাত এবং কয়েকটি রোগীকে আশ্চর্য্য আরোগ্য লাভ করিতে দেখিয়া অসীম আনন্দ সাগরে মগ্ন হইয়াছি। না জানি মহাশয় কত প্রাণীকে অকাল কাল গ্রাস হইতে মুক্ত করিয়া কতই পুণ্য উপাজ্জন করিতেছেন ইহাতে আপনাকে অগণ্য ধন্যবাদ করিতেছি।

চৌধুরী শ্রীপ্রতাপ নারায়ণ রায় জমিদার।

মোং বাশডিহা, জেলা, বালেশ্বর।

আপনার জগদ্বিখ্যাত মহোপকারী ঔষধের গুণ বিষয়ে এ সামান্য লেখনী বা কি বর্ণনা করিতে পারে। সর্ব্বদাই শুনিতেছি, যে আপনার কৃপায় অত্রাঞ্চলের অনেক অনেক ব্যক্তি করাল কাল রোগের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিতেছেন। আমরা চাক্ষুষ শ্রীযুত রাধামোহন মুখোপাধ্যায়কে ভয়ানক সতিঞ্চ গ্রহণী রোগ হইতে এবং তাঁহার স্ত্রীকে অনেক দিনে প্রাচীন শ্বাস রোগ হইতে আশু মুক্তিলাভ করিতে দেখিয়া বিশেষ ধন্যবাদ দিতেছি। অমৃত রস নামে সার্থকতা সম্পাদন করিতেছে।

শ্রীশ্যামাচরণ মিত্র।

ডেপুটী পোষ্টমাষ্টার, মোং বাঁশডিহা।

গত বৎসর মহাশয়ের নিকট হইতে অমৃত রস আনাইয়া সেবন করায় আমার যে শূলবেদনা ছিল তাহাতে মুক্তি পাইয়াছি।

শ্রীজয় গোবিন্দ দত্ত।

মোং জতনপুখরী, জেলা জলপাইগুডি।

মহাশয়ের অমৃত রস ঔষধ ভগন্দর রোগে সেবন করান হয় তাহাতে ক্ষত আরোগ্য হইয়াছে, দাগ মাত্র আছে।

শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র সেট।

মোং ফাসি দেওয়া, জেলা দারজিলিং

আমি হেম বাবুর অমৃতরস অনেক রোগে পরীক্ষা করিয়াছি, এবং অনেক প্রকার রোগেতে ইহার আশ্চর্য্য গুণ দেখা যায়। কএক জন রোগী যাহাদের বাঁচিবার কোন ভরসা ছিল না, এই ঔষধ সেবনে আশ্চর্য্য আরোগ্য হইয়াছে।

শ্রীকৈলাশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, ডাক্তার।

৺ কাশীধাম।

মহাশয়ের মহৌষধ অত্র স্থানে যিনি যিনি সেবন করিয়াছেন সকলেই সুন্দর রূপে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

শ্রীলোকনাথ দাস বসু।

মোং কটক

আপনার অমৃতরস মহৌষধের চমৎকার গুণ। অত্র কাঁথিতে যাহারা সেবন করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

শ্রীমহেন্দ্র নারায়ণ মাহিতি।

মোং কাঁথি, জেলা মেদিনীপুর।

মহাশয়ের অমৃতরস সেবনে দাদা মহাশয়ের বিশেষ উপকার লাভ হইয়াছে। তাঁহার শূল ব্যথা এবং পেটের ডাক আরোগ্য হইয়াছে।

শ্রীপ্রসন্ন কুমার দাস।

মোং রত্নপুর, জেলা মুরশিদাবাদ।

ইত্যগ্রে যে ঔষধ আপনার নিকট হইতে আনান হইয়াছিল তাহা আপনার প্রেরিত নিয়মাবলী নিয়মানুসারে সেবন করাতে পুর্ব্বাপেক্ষা অসুস্থের অনেক হ্রাস হইয়া আপাততঃ শরীরের স্ফুর্ত্তি লাভ করিয়াছি।

শ্রী নারায়ণ চন্দ্র চৌধুরী রায় বাহাদুর।

মোং চুড়ামন।

মহাশয় আপনার অমৃত রস ঔষধ অনির্ব্বচনীয় গুণ। আমার আত্মীয়ের জর প্লীহা এবং পেটের ব্যায়রাম ছিল। এই ব্যায়রাম গুলি অল্প দিনের হইলে জর প্রায় ।৮ বৎসরকার প্লীহা প্রায় ৪।৫ বৎসরকার এবং পেটের পীড়া প্রায় এক বৎসর হইল হইয়াছিল। যৎপরোনাস্তি দুর্ব্বল ছিলেন। উক্ত ঔষধ এক শিশি সেবন করিয়া রোগ প্রায় চৌদ্দ আনা আরাম হইয়াছে। জর একবারে বন্ধ হইয়াছে; প্লীহা বারো আনা ভাগ কমিয়া গিয়াছে। প্রত্যহ ১০।১২ বার বাহ্যের মধ্যে এক্ষণে ২।৩ বার যান। বাহ্যে যে রক্তের চিহ্ন দেখা দিত তাহাও আরোগ্য হইয়াছে। এ ঔষধে যে অনেকেই অকাল কালগ্রাস হইতে রক্ষা পাইয়াছেন তাহার আর ভুল নাই।

শ্রীযোগেন্দ্র চন্দ্র বসু।

মোং হুগলি, ঘুটিয়া বাজার।

আপনার প্রেরিত এক শিশি অমৃতরস ঔষধ আমার কনিষ্ঠ সহোদরকে সেবন করাইয়া তাহার পীড়া অনেকাংশে সাহায্য হইয়াছে। প্লীহা, জর, ও উদরাময় এই তিন প্রকার পীড়া আমার উক্ত সহোদরটির হইয়াছিল, আপনার অমৃতরস সেবন করিয়া জর বন্ধ হইয়াছে। উদরাময় আরোগ্য হইয়াছে।

শ্রীদক্ষিণাপদ রায় চৌধুরী।

মহিষরাখা পোঃ আঃ

মহাশয় এক শিশি আরক আনাইয়াছিলাম এবং একট স্ত্রী লোক পুরাতন জর আদি নানা প্রকার পীড়ায় কষ্ট পাইতে ছিল, কিন্তু মহাশয়ের অমৃত রস সেবন করাতে চমৎকার আরোগ্য লাভ করিয়াছে,

শ্রীবনমালী গাল, মোং গুনটিয়া ভায়া সিন্দিরা।

অমৃত রস ঔষধ অত্র সবডিবিজন ধুবড়ির শ্রীযুক্ত বাবু মতিলাল লাহিড়ি প্রভৃতি আনায়ন ও সেবন করিয়া আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

শ্রীরায় প্রতাপ চন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর।

মোং গৌরিপুর ধুবড়ি।

মহাশয় আপনার অমৃত রস মহৌষধের অসাধারণ গুণে আমার পূজনীয় পিতা ঠাকুর মহাশয়ের মেহ, কাশ, ও জর প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে। ইত্যগ্রে ক্রমিক তিন শিশি অমৃত রস আনয়ন করিয়া উল্লিখিত পিতা ঠাকুর মহাশয়কে সেবন করায় কাশ ও জর হইতে একবারে নিস্কৃতি পাইয়াছেন মেহের পীড়া বার আনা আন্দাজ আরোগ্য হইয়াছে, চার আনা পরিমাণে বাকি আছে। বোধ করি তাহাও একবারে নিঃশেষিত হইত। ফলতঃ অর্থের অকুলন বশতঃ এক সঙ্গে উক্ত তিন শিশি অমৃত রস সেবন করাইতে পারি নাই এক শিশি সেবন করিয়া মধ্যে অনেক দিন বাদে অপর শিশি সেবন করিতে হইয়াছিল, এবং নিয়ম মত পথ্যাধি দেওয়া হয় নাই বিশেষতঃ মেহের পীড়াটী অল্প দিনের নয়। প্রায় ২৫ বৎসর হইল ইহার সূত্রপাত হইয়াছে।

শ্রীবর্ণেশ্বর মখোপাধ্যায়

মোং চুড়ামন জেল মালদহ

মহাশয়ের নিকট হইতে গত মাসে যে ঔষধ আনাইয়াছিলাম তাহা ছয় জন রোগীকে দেওয়ায় উত্তম রূপ আরোগ্য হইয়াছে। বিসুচিকার এমন ঔষধ আর হয় নাই, ছয় ঘন্টার মধেই সকলে আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

শ্রীগোপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

নেটিব ডাক্তার, ছাপরা জেলা আরা।

মহাশয়ের ঔষধের গুণ মৌখিক ভিন্ন পত্রে বর্ণনা করা যায় না। একাদিক্রমে ১৮টী ওলাউঠা রোগী আরোগ্য হইয়াছে। অধিকাংশ রোগীকে ২টী বটিকা কোন কোনটীকে একটী মাত্র দেওয়া গিয়াছে মহাশয়ের ঔষধ যথার্থ তাহার কোন ভুল নাই ঐ সকল রোগী অতি দীন হীন লোক, কেবল মহাশয়ের পুণ্যার্থে, এবং সংবাদ প্রকাশার্থ, বিনামুল্যে দেওয়য়াছি।

মহিদ্দিন।

ইন চার্জ কুরকুরিয়া চা-বাগান সোউপুর আসাম

আপনি যে ওলাউঠা রোগের ঔষধ পাঠাইয়াছিলেন ঐ ঔষধ ৫ জন রোগীকে দেওয়া হইয়াছিল, তাহাতে সকলেই আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

শ্রীরাধাবল্লভ সিংহ দেব জমিদার।

মোং কুচিয়াকোল, জেলা বাঁকুড়া

আপনার প্রেরিত ওলাউঠা ঔষধ প্রাপ্ত হইয়া যার পর নাই বাধিত হইলাম। কয়েক জন রোগীকে ঔষধ ব্যবহার করাইয়া ফল পাওয়া গিয়াছে।

জোনুরুল হোসেন, দেওয়ান।

মোং তালিবপুর, ষ্টেট বহরমপুর।

আমাদের নিকট কয়েক গ্রামে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, আপনার প্রেরিত বটিকার কয়েক জনার আশ্চর্য্য উপকার হইয়াছে।

শ্রীকেলাসচন্দ্র রায় মহাশয়, জমিদার।

আনারারী মাজিষ্ট্রেট মোং দেহড়দা, জেলা বালেশ্বর।

আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার পুরাতন জর, প্লীহা, অরুচি, উদরাময় ও মুখে ঘা হইয়া অধিক কষ্ট ভোগ করিতেছিল এবং উত্তমোত্তম বৈদ্য ও ডাক্তার দেখান হইয়াছিল কিন্তু কিছুতেই উপশম হয় নাই, অবশেষে মহাশয়ের অমৃত রস আনাইয়া সেবন করাইয়াছিলাম তাহাতে আরোগ্য লাভ করিয়া সুন্দর ও সুশ্রী হইয়াছে।

শ্রীরাধাল দাসচক্রবর্ত্তী হিতসাধনী সভার সম্পাদক।

সাং নান্দালা জেলা বর্দ্ধমান।

ইতি পুর্ব্বে যে এক শিশি অমৃত রস আনাইয়াছি তাহা সেবনে শূল বেদনার হ্রাস হইয়াছে এমন কি বেদনা আর কিছু মাত্র টের পাওয়া যায় না মধ্যে মধ্যে পেট জালা করিয়া থাকে কিন্তু তাহাও আহার করিলে কর্মিয়া যায়।

শ্রীচন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী

সাং পারলিয়া জেলা ঢাকা।

আপনার অমৃত রসের গুণ আমি সামান্য লেখনীতে কি বর্ণিব। যদি কোন গুণবান প্রত্যক্ষ করেন তবে কিছুমাত্র বর্ণন হইতে পারে। বাস্তবিক রোগবিনাশ জন্য অমৃতরস প্রকৃত ধন্বন্তরী বলিয়া প্রতয়হয়।

আমি পেটের অসুখ, প্রাচীন জর ও শারীরিক দুর্ব্বলতায় দীর্ঘকাল কষ্টভোগ করিয়া গত সেপ্টেম্বর মাসে এক শিশি মাত্র সেবন করিয়া প্রায় সাত মাস কাল বিনা ঔষধে উত্তম ভাবে সুস্থ ছিলাম। অমৃত রসে আমার অত্যন্ত উপকার হইয়াছে আমি আরও খাইব।

শ্রীমতিলাল লাহুড়ী

সাং দিদলী জেলা গোয়ালপাড়া।

আপনার প্রেরিত মহৌষধ অদ্য ১৫ দিবস পর্য্যন্ত সেবনে বোধ হইতেছে যে ব্যাধি অর্দ্ধেক পরিমাণ নিবারণ হইয়াছে।

শ্রীচন্দ্রনাথ রায়

লক্ষ্মণপুর জেলা রঙ্গপুর।

পূর্ব্বে যে আপনার নিকট হইতে অমৃত রস এক শিশি আনাইয়াছিলাম তাহা সেবনে কাশ ও উদরের পীড়া এক কালীন আরোগ্য হইয়াছে।

শ্রীশ্রীনাথ ঘোষ

লক্ষ্মণকাঠি জেলা বরিসাল।

গত ফালগুণ মাসে আমার স্ত্রীর পুরাতন জর ও প্লীহা প্রভৃতি নানা রকম রোগের জন্য আপনার অমৃত রস এক শিশি আনাইয়া সেবন করানতে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছে।

শ্রীযদুনাথ ঘোষ

সাহেবগঞ্জ ষ্টেশন।

অমৃত রস সেবনে পীড়া কিছু বিশেষ হইয়াছে একারন মহাশয়কে লেখা যায় যে অনুগ্রহ করিয়া পুনরায় দুই শিশি পাঠাইয়া দিবেন।

শ্রীগোপাল চন্দ্র গোস্বামী।

জমিদার শ্রীরামপুর।

কিছু দিন হইল আপনার নিকট হইতে এক বোতল অমৃ— আনাইয়াছিলাম তাহা ব্যবহার করিয়া আমার মাতা ঠাকুরাণীর বহু কালের অম্লশূল অনেক পরিমাণে উপশম হইয়াছে বোধ করি আর কিছু কাল ব্যবহার করিলে পীড়া একবারে আরোগ্য হইতে পারে।

শ্রীদিননাথ ঘোষ ইনেস্পেক্টর।

বাঘোলি ষ্টেশন জেলা হুদই।

ওলাউঠার বটিকা।

আপনার প্রচারিত কলেরার মহৌষধি আনাইয়া দুইটী রোগীকে ব্যবহার করাইয়া আশ্চর্য্য ফল পাইয়াছি। দুইটী কলেরা রোগীই প্রথমতঃ দেশীয় পরে ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসিত হয়, কিছুতেই উপসম না হইয়া জীবন সংশয় হইলে পর আমি উক্ত রোগীদ্বয়কে ৫ বটিকা সেবন করাই ও অতি অল্প কাল মধ্যে উপসম হইয়া সুস্থতা লাভ করিয়াছে। ইহা দেখিয়া এখানকার অনেক লোক কলেরা হইলে রক্ষা পাইব বলিয়া ভরসা করিয়াছেন।

শ্রীদ্বারকা নাথ সেন।

মেডিকেল প্রাকটীশনার রাজনগর।

আপনার প্রণীত ওলাউঠার অমোঘ বটিকা ইতিপূর্ব্বে যাহা আনাইয়াছিলাম তাহাতে অনেকের উপকার হইয়াছে। ঔষধ প্রায় নিঃশেষিত হইল।

শ্রীমধুসূদন সরকার।

গদী রেশম কুটী জিয়াগঞ্জ।

মহাশয়ের প্রেরিত ওলাউঠার ৫০টী বটিকা প্রাপ্ত হইয়া কয়েকটি রোগীকে সেবন করান হইয়া ছিল। তাহারা সকলেই যমালয় হইতে প্রত্যাগমন করিয়া উত্তম রূপে সুস্থ হইয়াছে।

শ্রীশশিভূষণ চৌধুরি।

মানিকগঞ্জ।

আপনার নিকট হইতে আমি কলেরার পিল আনাইয়া প্রায় ৯০ই জন রোগী আরোগ্য করিয়াছি। আপনার জ্ঞাত জন্য নিবেদিলাম।

কুমার শ্রীকৃষ্ণ গোপা আধুর্য্য।

মলিয়াড়া রাজবাটী দুর্গাপুর।

I have much pleasure to inform you that during the present outbreak of cholera here I have been able to cure several cases without any failure by the use of the said Pills.

Your's very faithfully
Tarinee Pro ad Pleader
Judge's Court, Bnugulpore.

I have much pleasure in acknowledging the efficacy of your invaluable cholera pills. I have personally tried them in five cases with complete success. I have been convinced that they are really a great boon to the country being the only medicine which as far as I am aware can best cope with the fell disease.

Your's most faithfully
Krishna Bullubh Roy, Vakil Jungipore
Moonsiff's Court. Moorseedabad.

I am very glad to say that your cholera pills have cured all the 10 cases in which they were administered.

Signed D. V. Sapray.
Bankipore.

I have the honor to inform you that your medicine for cholera was received here, when the disease had nearly disappeared from the town.

It was however administered in two cases with successful result.

Signed T. B. Miller,
Private Secretary.

Your cholera pills are really infallible. Not being a professional man I was afraid to try your medicine at first, but I administered it in 3 cases given up by the doctors as hopeless. Two of the patients recovered within six hours by using only two pills each. The other a child took one pill which stopped his purging, vommitting, spasm, and perspiration, and caused a discharge of urine, but unfortunately at this stage his parents gave him some other medicine. The result was the disease relapsed, and the child died Three more cases have been cured by your medicine.

Signed W. R. Larmine
Magistrate of Bankura

I am requested by the Maharajah of Burdwan to inform you that during the recent out-break of cholera in this place, your pills were tried in several cases, which occurred among the servants of His Highness, and were found to be efficacious,

Bepinbehary Dutt.
Station Master, Doomrow.

অমৃত বাজার পত্রিকা।

সন ১২৮৪ সাল ১৭ই কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার।

যুদ্ধ।

আমরা যে কয়েক দিবস বিদায় গ্রহণ করি সেই সময় মধ্যে রণক্ষেত্রে কি কি ঘটনা হইয়াছে তাহার আনুপূর্ব্বিক ঘটনা স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল। রণক্ষেত্রের এক খানি মানচিত্র লইয়া যদি কেহ আমাদের প্রকাশিত তারের সম্বাদ গুলি পাঠ করেন তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন যে এই কয়েক দিনের মধ্যে যদিও কয়েকটী বড় বড় যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, তথাচ উভয় পক্ষের পূর্ব্বে যে অবস্থা ছিল, তাহার বড় পরিবর্ত্তন হয় নাই।

ইউরোপীয় তুর্কির মধ্যে সিপকাপাশ, প্লেবেনা, বাইলা প্রভৃতি কয়েকটি ঘোরতর সংগ্রামের স্থান। সিপকাপাশ হইতে রুশিয়রা এখনও স্থান ভ্রষ্ট হয় নাই। ১৭ই সেপটেম্বর তুর্কেরা সাত ঘণ্টা ঘোরতর যুদ্ধের পর সিপকাপাশের সেণ্টনিকোলাস নামক দুর্গ অধিকার করে। এই দুর্গটী অধিকার করিতে পারিলে তুর্কেরা সিপকাপাশে প্রবেশ করিতে পারিত, কিন্তু রুশিয় বিস্তর সৈন্য আসিয়া এই দুর্গ হইতে তুর্কদিগকে তাড়াইয়া দেয়। সলিমানপাশা প্রকাশ করিয়াছেন যে, তিনি সাত ঘণ্টা পর্য্যন্ত এই স্থানটী অধিকার করিয়া থাকেন, কিন্তু ক্রমে বিস্তর রুশিয় সৈন্য উপস্থিত হয়। তিনি তথাচ ইহা পরিত্যাগ করিতেন না কিন্তু এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া যাওয়ার তাহার কোন বিশেষ অভিসন্ধি আছে। তাহার কি অভিসন্ধি আছে তাহা এখনও প্রকাশ পায় নাই, তবে তুর্কেরা এখনও যে সিপকাপাশে কিছু করিতে পারেন নাই তাহার কোন সন্দেহ নাই।

সিপকাপাশ যেরূপ রুশিয়রা অধিকার করিয়া রহিয়াছে, প্লেবেনাতেও সেইরূপ ওসমানপাশা অদ্বিতীয় বীরত্ব দেখাইতেছেন। ১১ই সেপটেম্বরে রুশিয় জেনারেল অদ্বিতীয় সাহস ও বীরত্বের সঙ্গে প্লেবেনার কয়েকটী স্থান অধিকার করেন কিন্তু ওসমান পাশা তাহাকে সেখান হইতে বিতাড়িত করিয়া দেন। এই আক্রমণে রুশদিগের অন্যূন ৮ সহস্র সৈন্য ধ্বংশ হইয়াছে।

বাইলাতে আজিও কোন বৃহৎ যুদ্ধ হয় নাই। যান্ত্রা নদীর উপর প্রায় এক লক্ষ তুর্ক সৈন্য রহিয়াছে, এবং ইহার নিকট রুশিয়দিগের বোধ হয় ৬০ হাজার সৈন্য রহিয়াছে।

যদি তারের সম্বাদ গুলি সম্পূর্ণ রূপে বিশ্বাস করা যায় তাহা হইলে আর্ম্মিনীয়াতে রুশিয়রা একটী গুরুতর জয় লাভ করিয়াছে। এমন কি, গত কয়েকটি যুদ্ধে তুর্কেরা সেখানে যে সমুদয় উপকার প্রাপ্ত হন, এই যুদ্ধে তুর্কি তাহার সমুদয় চ্যুত হইয়াছেন। এমন কি, মুক্তিয়ারপাশার পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করিতে হয় এবং রুশিয়রা যেরূপ ভাবে অগ্রসর হইয়াছে তাহাতে শীঘ্র নূতন সৈন্য না উপস্থিত হইলে আর্ম্মেনীয়াতে রুশিয়াদের আবার পূর্ব্বের ন্যায় জয়ী হইবার সম্ভব।

যুদ্ধে যদিও এখন কাহার পক্ষে জয় পরাজয় হয় নাই, কিন্তু অনেকে অনুমান করিতেছেন যে রুশিয়দের অবস্থা ক্রমে শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে। ডেলিনিউসের সম্বাদদাতা রুশিয়ার পক্ষীয় লোক, কিন্তু তিনি লিখিয়াছেন যে রুশ সৈন্যেরা কর্দ্দমের হ্রদে অবস্থিতি করিতেছে। তাহাদের বৃষ্টি কি শীত হইতে রক্ষা পাওয়ার বস্ত্র ও তাম্বু সমুদয় বিপক্ষেরা লুণ্ঠন করিয়া লইয়াছে। রুশ সৈন্যদের যদি প্রকৃত এই রূপ অবস্থা হইয়া থাকে, তাহা হইলে হয় তাহাদের অবিলম্বে যুদ্ধে উপস্থিত হইয়া আপনাদের অবস্থার উন্নতি করিতে হইবে, নয় পলায়ন করিতে হইবে। রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া অবস্থার পরিবর্ত্তন করা যে নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে তুর্কেরা পদে পদে তাহার পরিচয় প্রদান করিয়াছে। আবার রুশদের পলায়ন করিতে একটি বৃহৎ বাধা পড়িয়াছে। লজ্জা কি অপমান বোধ হয় ত এ বিপদ কালে তাহারা গ্রাহ্য করিত না, কিন্তু ড্যানিউব নদীতে জল বৃদ্ধি হওয়াতে নিকোপোলিসের সেতু ভাসিয়া গিয়াছে। সুতরাং ড্যানিউব পার হওয়া তাহাদের পক্ষে এখন সহজ কথাও নহে। এরূপ অবস্থায় পতিত হইয়া হয় ত তাহারা হতাশ হইয়া আরো অধিক বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পারে, কিন্তু প্লেবেনাতে তাহারা বরাবরি অসাধারণ বীরত্ব দেখাইতেছে অথচ ইহা দ্বারা তাহারা বিশেষ ফল ভোগী হইতে পারে নাই, প্রত্যুত তাহারা আরো অধিক বিপদে জড়ীভূত হইতেছে। রুশিয়রা গণনা করেন যে, প্লেবেনাতে যে পরিমাণে আহারীয় দ্রব্য ও যুদ্ধ উপকরণ আছে তাহাতে ওসমানপাশা আর দীর্ঘ কাল উহা রক্ষা করিতে পারিবেন না, শীঘ্রই তাহার পরাজয় স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু সম্প্রতি চিবেট পাশা ১২ হাজার সৈন্য ও আহারীয় দ্রব্য এবং যুদ্ধের উপকরণ লইয়া প্লেবেনাতে প্রবেশ করায় তাহাদের সে গণনা অনুরূপ কার্য্য হইবে না।

রুশিয়রা অধর্ম্মজনক যুদ্ধে ব্যাপৃত হইয়াছে, সুতরাং বিধাতা যদি তাহাদের প্রতি বিমুখ হন সে নিতান্ত আশ্চর্য্য কি অস্বাভাবিক নহে। প্রত্যুত যুদ্ধের প্রারম্ভ হইতে রুশিয়রা এই রূপ পদে পদে দৈববিপাক সহ্য করিতেছে। দৈব দুর্যোগে উপস্থিত হওয়াতে ড্যানিউবের ধারে বাস করা অসম্ভব হইয়াছে, তাহার উপর আবার মৃত দেহের দুর্গন্ধ। ইহাতে সেখানে এরূপ রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে যে, শত ২ লোক পীড়িত হইয়া মারা পড়িতেছে। ডেলিনিউসের সম্বাদদাতা পীড়িত হইয়া লণ্ডনে গমন করিয়াছেন। রুশ সম্রাটের যদি মুসলমান রাজার অত্যাচার হইতে খৃষ্টানদিগের উদ্ধার করা যুদ্ধের প্রকৃত উদ্দেশ্য থাকে, তাহা হইলে তিনি এখন দেখিতেছেন যে, তিনি এ কার্য্যে ব্যাপৃত না হইলে সর্ব্বাংশেই ভাল ছিল। তাহা হইলে তুর্কির খৃষ্টানেরাও নিহত হইত না, তাঁহারও লক্ষ লক্ষ খৃষ্টান প্রজার প্রাণ নষ্ট করিতে হইত ন।

ফল রুশ গবর্ণমেণ্টের প্রধান বিপদ হতাশ। যুদ্ধে জয়ী হইয়া তুর্কদের যেরূপস্ফূর্ত্তি হইতেছে রুশিয়দের তেমনি ভগ্নোদ্যম হইতেছে। রুশিয় জাতি সংকল্প করিতেছেন যে যত ক্ষণ তুর্কি একেবারে রসা তলে না যায় তত ক্ষণ তাহারা রণে বিরত হইবেন না। তাহারা ইহার নিমিত্ত অসংখ্য লোক যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপস্থিত করার পরমর্শও দিতেছেন, কিন্তু সে কেবল মুখে, কাহারও আর জয় লাভের আশা হইতেছে না, বিশেষতঃ রুশিয় গবর্ণমেণ্টের অর্থ ভাণ্ডার শূন্য হইয়াছে।

অনেকে অনুমান করিতেছেন যে যুদ্ধ অবসান হওয়ার আর বিলম্ব নাই। ইউরোপীয় রাজারা আর স্থির হইয়া এই মমুদয় পৈশাচিক ব্যাপার দর্শন করিতে পারিবেন না। তাহারা সত্বর উপস্থিত হইয়া যুদ্ধ যাহাতে ক্ষান্ত নয় তাহার মধ্যস্থতা করিবেন, কিন্তু আমাদের সে ভরসা হয় না। যত ক্ষণ এক জন যুদ্ধে পরাস্ত না হইতেছেন ততক্ষণ যে এ সমর শেষ হইবে এরূপ বোধ হয় না। ইউরোপীয় রাজারা মধ্যস্থতা করিতে আসিয়া হয় ত আরো যুদ্ধের জটিলতা বৃদ্ধি করিবেন।

ইডেন সাহেব কৃত শিক্ষা সম্বন্ধীয় পরিবর্ত্তন।

উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের লেফটেনেণ্ট গবর্ণর নিজ শাসনাধীন প্রদেশ হইতে অধিক পরিমাণে উচ্চ শিক্ষা উঠাইয়া দেওয়ার সংকল্প করিয়াছেন। সার রিচার্ড টেম্পল উচ্চ শিক্ষা বিস্তারের নিমিত্ত পুনাতে রাজকুমার কলেজ নামক একটি কলেজ স্থাপন করিতেছেন। এবং ইডেন সাহেব মধ্য শ্রেণী বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে যে ইংরাজি শিক্ষা দেওয়া হইত তাহা রহিত করার আজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন।

ইডেন সাহেব লিখিছেন যে, যাহারা কখন ইংরাজি শিক্ষা করিবেনা এইরূপ নিম্নশ্রেণীস্থ লোকের নিমিত্ত গ্রাণ্ট সাহেব প্রথম বাঙ্গালা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। সার সেসিল বিডন ১৮৬৬ খৃঃ অব্দে আবার বিশেষ করিয়া লিখেন যে, বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে সম্পূর্ণরূপে যেন বাঙ্গালা শিক্ষা দেওয়া হয় এবং তথায় এইরূপ প্রণালীতে বাঙ্গালা শিক্ষা দেওয়া হয় যাহাতে নিম্নশ্রেণীস্থ লোকে স্বদেশীয় ভাষার শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে পারে। কিন্তু ক্রমে এই সমুদয় বিদ্যালয়ে ইংরাজি শিক্ষা প্রবেশ করিয়াছে। ক্রমে বাঙ্গালা ও ইংরাজি স্কুলে, অর্থাৎ বার্ণেকুলার ও মাইনর আঙ্গোলা বার্ণেকুলার বিদ্যালয়ে পূর্ব্বে যে ইতর বিশেষ ছিল তাহার লোপ হয়। ১৮৭২ খৃঃ অব্দে বটে ছাত্রবৃত্তির নূতন নিয়ম করিয়া এই দুই শ্রেণী বিদ্যালয়ের মধ্যে গবর্ণমেণ্ট কতক প্রভেদ করিয়াছেন, কিন্তু ১৮৭৬ খৃঃ অব্দের ১০ই ডিসেম্বর তারিখের পত্র দ্বারা গবর্ণমেণ্ট নিয়ম করন যে, বাঙ্গালা স্কুলে ছাত্রেরা ইচ্ছা করিলে ইংরাজি শিক্ষা করিতে পারিবে।

সার রিচার্ড টেম্পল উপরি উক্ত পত্র লিখেন। তিনি তাঁহার গত রিপোর্টে এই বিষয় সম্বন্ধে এই রূপ লিখিয়াছেন যে, "মধ্যবর্ত্তী বিদ্যালয়ের তিন শ্রেণী আছে—বার্ণেকুলার স্কুল, মিডল ইংলিশ স্কুল, ও হাইয়ার ইংলিশ স্কুল। এই তিন শ্রেণী স্কুলের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা হাইয়ার ইংলিশ স্কুলে অধিক ছাত্র, তাহার নিচে মিডিল ইংলিশ, এবং সর্ব্বাপেক্ষা কম ছাত্র বার্ণেকুলার স্কুলে অধ্যয়ন করে। ইহা দ্বারা অনায়াসে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে ইংরাজি শিক্ষার প্রতি এখন লোকের অধিক আগ্রহ হইতেছে এবং যখন এদেশীয় লোকের এইরূপ ইচ্ছা তখন তাহার পোষকতা করা কর্ত্তব্য।" এবং তিনি এই নিমিত্ত বাঙ্গালা স্কুলে ইংরাজি শিক্ষার প্রচলন করেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, এ সমুদয় স্কুলে এখন যেরূপ ইংরাজি শিক্ষা হয় ইহা অপেক্ষা যাহাতে ভাল রূপ ইংরাজি শিক্ষা দেওয়া হয় স্কুলের ম্যানেজারেরা তাহার প্রতি যত্ন করেন এবং তিনি এই নিমিত্ত ম্যানেজারদিগকে উপযুক্ত শিক্ষক নিযুক্ত করিতে পরামর্শ দেন।

ক্যাম্বেল সাহেব শিক্ষা সম্বন্ধে যে অনিষ্টকর পরিবর্ত্তন করেন টেম্পল সাহেব তাহার অনেকটা সংশোধন করেন, এবং টেম্পল সাহেব যাহা করিয়া গিয়াছেন তাহা ইডেন সাহেব ভাঙ্গার যত্ন করিতেছেন। গ্রাণ্ট ও সেসিল বিডন সাহেব যে উদ্দেশ্যে বাঙ্গালা পাঠশালা সমুদয় স্থাপন করেন ক্যাম্বেল সাহেব সেই উদ্দেশ্য সম্পন্ন করার নিমিত্ত, অর্থাৎ যাহারা কেবল বাঙ্গলা শিক্ষা করিবে এবং কস্মীন্ কালে যাহাদের পক্ষে ইংরাজি শিক্ষা করার সম্ভব নাই, তাহাদের নিমিত্ত প্রাইমারি স্কুল স্থাপন করেন। আবার গ্রাণ্ট ও সেসিল বিডন সাহেবের শাসন কালে বাঙ্গলায় এরূপ হতাদর হইয়াছিল না। তখন বাঙ্গলার ছাত্র বৃত্তি দিতে পারিলে লোকে ওকালতী পরীক্ষা দিতে পারিত, নেটিব ডাক্তারদিগকে গবর্ণমেণ্ট প্রচুর যত্ন করিতেন, এবং আদালতের অধিকাংশ লেখা পড়া বাঙ্গলায় হইত। সুতরাং গ্রাণ্ট ও বিডন সাহেব তখন যে প্রজার নিমিত্ত বাঙ্গলা বিদ্যালয়ের স্থাপন করেন, সে প্রজার এখন ইংরাজি ভিন্ন আর জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় নাই। আবার এখন যে প্রজার কেবল বাঙ্গলা শিক্ষা করিলে চলে তাহাদের অভাব ক্যাম্বেল সাহেব দূর করেন, সুতরাং স্বভাবতঃ বাঙ্গলা বিদ্যালয়ে ইংরাজি প্রবেশ করে। টেম্পল সাহেব লোকের ও দেশের প্রকৃত অভাব বুঝিতেন। তিনি ইহা দেখিয়া বাঙ্গলা বিদ্যালয়ে ইংরাজি প্রচলন করেন।

ফল ইডেন সাহেব কাহাদের নিমিত্ত এই বাঙ্গলা বিদ্যালয় গুলি স্থাপন করিলেন? যদি মধ্যবর্ত্তী লোকের নিমিত্ত করিয়া থাকেন তাহা হইলে তাহারা এখানে অধ্যায়ন করিয়া কি ফল পাইবে? এখন ওকালতী পরীক্ষায় ইংরাজির প্রয়োজন, নেটিব ডাক্তারিতে ইংরাজির প্রয়োজন, গবর্ণমেণ্টের অতি সামান্য চাকুরিতে ইংরাজির প্রয়োজন, জমীদারগণেরও এখন ইংরাজি নবিশ ভিন্ন কার্য্য নির্ব্বাহ করা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে।

সার রিচার্ড টেম্পল স্কলার্শিপ সম্বন্ধে যে সুন্দর নিয়ম করেন তাহাতে কিছু বুদ্ধি থাকিলে ভদ্রলোকের সন্তান সন্ততিরা কেবল ছাত্র বৃত্তি দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া উচ্চতম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিত। ইডেন সাহেব এই সুন্দর নিয়মের হন্তারক হইলেন। ইডেন সাহেবের প্রচলিত নিয়মে এই হইবে যে, বাঙ্গালা বিদ্যালয় গুলি উঠিয়া না যাউক, কালে দুরবস্থাপন্ন হইবে এবং মধ্যবর্ত্তী লোকের অন্ন কষ্টের সীমা থাকিবেনা।

কেহ কেহ অনুমান করেন যে, ইডেন সাহেবের প্রব-

র্ত্তিত প্রণালী দ্বারা বাঙ্গালা ভাষার উৎকর্ষ হইবে, কিন্তু বার্ণেকিউলার স্কুলে ১০। ১২ বৎসরের বালকেরা বাঙ্গলার দুই এক খানি সামান্য সাহিত্য, ভূগোল, ইতিহাস পাঠ করিলে বঙ্গ ভাষার উন্নতি হইবে, যাহারা বিবেচনা করেন তাহারা ভাষার উন্নতি কাহাকে বলেন তাহা আমরা জানি না। ফল ইহাদ্বারা যদি কিছু উপকার হইবার সম্ভাবনা থাকে তাহা অপেক্ষা বিস্তর অপকার হইবার বেশী সম্ভাবনা। যদি বাঙ্গালি জাতি সজীব অবস্থায় আর এক শত বৎসর জীবিত থাকিতে পারেন তাহা হইলে বাঙ্গলা ভাষার উন্নতি কেন, বাঙ্গালিরা দেশের অনেক উপকার করিতে পারিবেন, সুতরাং বাঙ্গালি জাতিকে সজীব অবস্থায় রক্ষা করা এখন সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর কার্য্য এবং তাহাদের মধ্যে যত অন্ন সচ্ছলতার অভাব হইবে তত তাহারা নির্জ্জীব হইবে। বাঙ্গলা স্কুল হইতে ইংরাজি শিক্ষা উঠাইয়া দিয়া ইডেন সাহেব ইহাদের এই অভাবের বৃদ্ধি করিলেন।

বেঙ্গাল প্রেসিডেন্সিতে দুরন্ত দুই জাতি পার্ব্বতীয় অবস্থিতি করে, এক নাগা অপর গারো। নাগারা ১৮৭৫ খৃঃঅব্দে মনিপুরে কি রূপে উপদ্রব করে ড্যামেন্ট সাহেব তাহার বিবরণ এই রূপ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, ১৮৭৫ ও ৭৬ খৃঃ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে পাপলংমায়া এবং মঞ্চেমা নামক দুই গ্রামের ৫০০ জন নাগা মনিপুরের দুই খানি গ্রাম আক্রমণ করিয়া দুই জন পুরুষ ও দশ জন স্ত্রীকে হত এবং চারি জনকে আহত করে। এতদ্ভিন্ন লুণ্ঠন ও অগ্নি দ্বারা গৃহ দগ্ধ করে। হত ব্যক্তিদের পাঁচ জনের মস্তকচ্ছেদন করিয়া লইয়া যায়। ১৮৭৬ খৃঃ অব্দের ৩০শে জানুয়ারিতে এক দল নাগা আর একটী গ্রাম আক্রমণ করিয়া বন্দুক দ্বারা চারি জন এবং বল্লম দ্বারা এক জন পুরুষকে হত করে। হত ব্যক্তিদের এক জনের একটি কর্ণচ্ছেদন করিয়া লইয়া যায়। এতদ্ভিন্ন গ্রাম হইতে ১২ খানি বল্লম, ১৪ খানি দা, ৬ খানি কুড়ালি, কতক গুলি কাপড় এবং ১২ টাকা মূল্যের লবণ লুণ্ঠন করে। এপ্রেল মাসে আর এক দিন নাগারা আর এক খানি গ্রাম আক্রমণ করে। আক্রমণকারীদের সংখ্যা এক হাজারের অধিক হইবে। ইহাদের সঙ্গে ৮০টী বন্দুক থাকে। ইহারা এই গ্রাম খানি সম্পূর্ণরূপে উচ্ছিন্ন দেয়, নয় জন মনুষ্য হত করিয়া তাহাদের মস্তক চ্ছেদন করিয়া লইয়া যায়, প্রায় দুই শত খানি ঘর অগ্নি দ্বারা জ্বালাইয়া দেয়, এবং বল্লম দ্বারা ৪ জনকে আহত করে। অবশিষ্ট গ্রামবাসীরা নিকটস্থ আর এক খানি গ্রামে আশ্রয় লইয়া প্রাণ রক্ষা করে। এই মাসে আর এক দল নাগা আর এক খানি গ্রাম আক্রমণ করে। এবার তাহাদের সর্দ্দারও সঙ্গে আইসে। ইহারা ৪০ জন পুরুষ এবং ৪০ জন স্ত্রী ও বালককে হত্যা এবং ৭ জনকে বল্লম দ্বারা আহত করে। হত ব্যক্তিদের ২৪ জনের জনের মস্তকচ্ছেদন করিয়া লইয়া যায়। ইহারা ছয় জন পুরুষ ও ১৪ জন স্ত্রীকে বন্দী করিয়া পলায়ন করে। বন্দীদিগের মধ্যে কেহ কেহ পলায়ন করে, কয়েকজন অর্থ প্রদান করিয়া মুক্তি লাভ করে, এবং একজনকে ৩০ টাকায় নাগারা বিক্রয় করে। ড্যামেন্ট সাহেব ইহাদের অন্যান্য উপদ্রবের কথা বর্ণন করিয়া লিখিয়াছেন যে, নাগা কর্ত্তৃক গত বৎসর এক শত ছয় জন হত, ৮ জন আহত, এবং ২০ জন বন্দী হইয়াছে। এই গেল নাগাদিগের বিবরণ।

আসাম গবর্ণমেন্ট গারোদিগের সম্বন্ধে এই রূপ লিখিয়াছেন। গত বৎসর গারোরা কোন রূপই উপদ্রব করে নাই। তাহারা আর সেকালের গারো নাই। তাহারা আর পূর্ব্বের ন্যায় মনের সাধে মনুষ্যকে হত্যা এবং তাহাদের শরীর খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করে না। আত্ম কলহ দ্বারা পরস্পরের রক্তপাত করার আনন্দ তাহারা অনুভব করিতে পারে বটে, কিন্তু ফাঁসী এবং বিরক্তজনক দীর্ঘকালব্যপক রাজবিচার তাহাদের নিকট তত প্রীতিকর বলিয়া বোধ হয় না। গত বৎসর থোডিং নামক এক ব্যক্তি এক খানি গ্রামে আগুণ লাগাইয়া দেয়। উক্ত প্রজ্বলিত গৃহ হইতে প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত ছয় জন রমণী ও বালক পলায়ন করিতেছিল, এই ছয় জনকে ধরিয়া সে খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করে। থোডিঙ্গের এই অপরাধে ফাঁসী হয় এবং তাহার ফাঁসী হইলে গারোদের মধ্যে এরূপ হতাশ উপস্থিত হয় যে, ২৬ জন গারো ইহার অব্যবহিত পরে উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করে। তদবধি ইহারা অতিশয় শান্ত হইয়াছে; তাহারা ক্রমে পূর্ব্বের দুরন্তভাব বিস্মৃত হইতেছে। এদেশীয়দের মধ্যে এখন বোধ হয় এরূপ অসভ্য কেহ না থাকিতে পারেন, কিন্তু যদি কেহ এরূপ লোক থাকেন যিনি পদ্মার দুরবস্থা দেখিয়া অশ্রু নিঃক্ষেপ করেন, মদমত্ত বন্য হস্তির বন্দী অবস্থা দেখিয়া চক্ষের জল নিঃক্ষেপ করেন, ডাকাইত বিশ্বনাথ বাবুর যেখানে ফাঁসি হইয়াছিল সে স্থানে উপস্থিত হইলে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করেন, এবং পূর্ব্বকালীয় ডাকাইতদিগের বীরত্ব শুনিতে আনন্দ অনুভব করেন, তিনি গারোদিগের নিষ্ঠুরাচরণ শুনিয়া আনন্দিত না হউন, গারোদিগের পতন দেখিয়া হয় ত অশ্রুপাত করিবেন।

উত্তর মালাবরের সেসন জজ চিঙ্গাটন কোটান নামক এক ব্যক্তিকে যাবজ্জীবনের নিমিত্ত দ্বীপান্তরিত করেন। তদ পরে তিনি মান্দ্রাজ গবর্ণরের নিকট ইহাকে ক্ষমা করিতে অনুরোধ করিয়া এই রূপ লিখেন:—"এব্যক্তি তিন মাসের একটি শিশুকে হত্যা করার উদ্দেশে পাত কুয়ার মধ্যে তাহাকে নিঃক্ষেপ করে। আমি আইন অনুসারে ইহাকে এই অপরাধে যাবজ্জীবনের নিমিত্ত দ্বীপান্তরিত করিতে বাধ্য হই, কিন্তু আমার সাধ্য থাকিলে আমি ইহাকে অতি সামান্য শাস্তি প্রদান করিতাম। হত্যাকারী এই শিশুটীকে লইয়া ভারি বিপদে পড়ে। শিশুর পিতা মাতা উভয়েরই ওলাউঠায় প্রাণ ত্যাগ হয়। ৮ বৎসরের আর একটি ভগ্নি ছিল সেও ওলাউঠায় মূমূর্ষাবস্থাপন্ন হইয়া পড়ে। হত্যাকারী শিশুটির জীবন রক্ষার বিস্তর যত্ন করে। কিন্তু কেহ ইহার রক্ষার ভার গ্রহণ করে না। আবার কোন স্থানে ইহার নিমিত্ত অন্ন সংগ্রহ করিতে পারে না। সে নিজেও ক্রমে ক্ষুধায় অবসন্ন হইয়া পড়ে। আবার শিশুর পিতা মাতা ভগ্নী প্রভৃতির সমাধির ভার তাহার উপর পতিত হয়। সে দেখে যে শিশুটীকে কোন মতে সে রক্ষা করিতে পারিবে না, এবং তাহাকে রক্ষা করিতে গিয়া তাহারও প্রাণ যাইবে এবং শিশুর পিতা মাতা ভগ্নির ও সৎকার হইবে না। এই বিপদে পড়িয়া সে শিশুটীকে পাত কুয়াতে নিঃক্ষেপ করে। এমন অবস্থায় ইহার প্রতি গবর্ণমেন্টের কৃপা বিতরণ করা তাহার বিবেচনায় নিতান্ত উচিত।" গবর্ণর ইহাকে মুক্তি প্রদান করিয়াছেন। ইংলিশ গবর্ণমেন্ট এই রূপ কৃপা বিতরণ করিয়া জন সমাজে যত উপকার করেন এবং মনুষ্যদিগকে যত সৎপথাবলম্বী করেন, সহস্র সহস্র লোককে ফাঁসী কাষ্ঠে ঝুলায়মান করিয়া তাহার শতাংশের এক অংশও করেন না।

কাবুলের আমীরের সঙ্গে তুর্ক দূতের গোপনে দেখা হয় এবং দূতের নিকট আমীর রুশিয় যুদ্ধের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। দূত রুশিয়দিগের স্বার্থপরতা ও নিষ্ঠুরাচরণের নানা উদাহরণ প্রদান করেন। তিনি বলেন ইউরোপ ও আশিয়াতে রুশেরা বৃহৎ রাজ্য বিস্তার করিয়াছে। সম্প্রতি তাহারা খিবা অধিকার করিয়াছে এবং বোখারা ও তুর্কস্থানে রাজ্য বিস্তার করিয়াছে। তাহারা যখন যে রাজ্য অধিকার করিয়াছে তখনই তাহা কঠোর শাসনে শাসিত করিয়াছে। রুশেরা তুর্কির প্রতিও এই অভিসন্ধিতে আক্রমণ করিয়াছে। রুশেরা প্রথম তুর্কির মধ্যে রাজবিদ্রোহিতা উপস্থিত করিয়া শেষে উহা আক্রমণ করে। রুশিয়া কিরূপ চক্র করিয়া এই যুদ্ধ উপস্থিত করে দূত তাহা প্রকাশ করেন। দূতের মুখে এই সমুদয় কথা শুনিয়া আমিরের কষ্ট ও ক্রোধের উদয় হয়। রুশেরা যে এরূপ কুপ্রকৃতির লোক তিনি তাহা এই প্রথম শুনেন। আমিরের পারিসদেরা বলেন রুশেরা যদি প্রকৃত এই রূপ ভয়ানক লোক হয় তবে তাহাদের সঙ্গে আত্মীয়তা করার বিশেষ বিঘ্ন আছে। আমির শেষে বলিলেন যে, তিনি সত্বর সুলতানের নিকট এ সম্বন্ধে তাঁহার কি মত তাহার সম্বাদ পাঠাইবেন। তৎপরে তিনি দূতের নিকট জিজ্ঞাসা করেন যে তিনি যুদ্ধের কোন নূতন সম্বাদ পাইয়াছেন কি না এবং কনেষ্টেন্টিনোপোলের কোন সম্বাদ পত্র যদি তাঁহার নিকট থাকে তাহা তিনি পাঠ করিতে ইচ্ছা করেন। আমীর পরিশেষে ব্যক্ত করেন যে রুশেরা যে এ রূপ প্রবঞ্চক যদিও তিনি অবগত ছিলেন না, তথাচ তাঁহাকে রুশেরা অদ্যাপি প্রবঞ্চনা করিতে পারে নাই। কিন্তু তাঁহার পুরাতন বন্ধু ইংরাজেরা তাঁহার প্রতি নিতান্ত অন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন। রুশদিগের প্রতি ইংরাজদিগের যে শত্রুতা ভাবই থাকুক, কিন্তু তাঁহার প্রতি তাহারা যে কেন এরূপ ব্যবহার করিবেন তিনি তাহা বুঝিতে পারেন না।

—০:০—

রাণাঘাটের পত্রের সারাংশ আমরা এখানে প্রকাশ করিলাম। পত্র প্রেরক লিখিয়াছেন। "আপনি জানেন, স্রোতস্বতী পদ্মারই পাহাড় ভাঙ্গিয়া থাকে, নদিয়ার অঞ্জনায় পাহাড় ভাঙ্গে না। আপনি ইহাও জানেন যে, যে গাছে উঠে তাহারই পতিত হইবার, যে জলে সন্তরণ করে তাহারই জলমগ্ন হইবার,এবং যে কার্য্য করে তাহারই ভ্রম হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং আমাদের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু রমেশচন্দ্র অনেক কার্য্য করেন বলিয়া তাঁহার দুই একটী ভ্রম যদি হয় তাহা হইলে তাঁহাকে কি ক্ষমা করা কর্ত্তব্য নহে? তিনি রাণাঘাটের কমিশনারদের সঙ্গে যে বিবাদ করেন তাহা মিটিয়া গিয়াছে। বোধ হয় তাহারা আবার কর্ম্ম গ্রহণ করিতেছেন। শান্তিপুরের গোলও মিটিয়া গিয়াছে। সুরেন্দ্র বাবুর সঙ্গে হাট লইয়া যে গোল হয় তাহাও মিটিয়া গিয়াছে। আবার ছোট আদালতের জজের সঙ্গে যদি তাহার কোন বিবাদ হইয়া থাকে তাহার সঙ্গে আমার ও আপনার কি সম্বন্ধ। ফল তাহাও মিটিয়া গিয়াছে। পেজ সাহেব বটে তাঁহাকে অনেক গালাগালি দিয়াছেন কিন্তু গবর্ণমেন্টের কর্ম্মচারিদের পৃষ্ঠের বস্ত্র উন্মোচন করিলে বোধ হয় সকলের পৃষ্ঠেই বেত্রের দাগ দেখা যায়। আপনি একবার ডেপুটী বাবুর কাছারী আসিয়া দেখিবেন তিনি কি রূপ পরিশ্রমী। তাঁহার পরিশ্রম দেখিলে প্রকৃত অবাক হইতে হয়।"

—০:০—

সম্প্রতি আফ্রিডিসেরা আবার ভারতবর্ষে উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহারা ২৫সে তারিখের রাত্রে কতক গুলি ইংরেজ সৈন্য আক্রমণ করিয়া এক জন হাবিলদার ও ৫ জন শিপাহীকে হত এবং ছয় জনকে আহত করে। আফ্রিডিসদের এক জন হত হয়। আফ্রিডিসেরা ক্রমে যেরূপ উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছে তাহাতে বোধ হয় তাহাদিগের দমনার্থে গবর্ণমেন্টের ক্ষুদ্র একটী যুদ্ধের আয়োজন করিতে হইবে। তাহারা ২১সে রবিবারে গোরাঝাই নামক গ্রাম আক্রমণ করিয়া গ্রাম বাসীদের কয়েক জনকে হত ও আহত করে। তাহারা পর দিন আর একটি গ্রাম আক্রমণ করে কিন্তু বিতাড়িত হয়। আবার গত মঙ্গল বারে কুমার নামক গ্রাম আক্রমণ করিয়া কয়েক জন পুলিসের লোক ও কয়েক জন গ্রাম বাসীকে আহত ও হত করে এবং অনেক গুলি গোরু ও অন্যান্য পশু লুণ্ঠন করিয়া লইয়া পলায়ন করে। আফ্রিডিসেরা এই রূপ উপদ্রব করিবে আর ইংলিশ গবর্ণমেন্ট তাহা চুপ করিয়া সহ্য করিবেন, তাহা কখনই সম্ভব নয়। ইংরাজেরা বটে রুশিয়া কি অন্য কোন বড় বড় জাতির সঙ্গে সংগ্রামে বিলিপ্ত হইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহারা যে আফ্রিডিস প্রভৃতি জাতিকে ভয় করেন না, তাহা আবিসিনিয়ার যুদ্ধে, নাগা যুদ্ধে এবং অন্যান্য যুদ্ধ দ্বারা সপ্রমাণ হইয়ছে।

দেওয়ানি কার্য্য বিধি সম্বন্ধে নূতন যে আইন প্রচলিত হইয়াছে ব্যবস্থাপকেরা তাহাতে একটী নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ের ব্যবস্থা প্রকটন করিতে বিস্মৃত হইয়াছেন। আইন প্রণেতারা নিয়ম করিয়াছেন যে, আজিতে স্বয়ং বাদী ও তাঁহার পক্ষীয় উকিলের স্বাক্ষর থাকা প্রয়োজন, কিন্তু আম মুক্তিয়ার নামার বলে বাদী, উকিল, কি অপর ব্যক্তি স্বাক্ষর করিতে পারিবেন এ ব্যবস্থা করি

তাহাদের বিস্মৃতি হইয়াছে, ... বোধ হয় হাইকোর্ট সত্বর এই ভ্রম সংশোধন করিবেন।

গবর্ণমেন্ট গণনা করিয়া দেখিয়াছেন যে, নবেম্বর মাসে মান্দ্রাজ দুর্ভিক্ষের ব্যয় মাসে ৩০ লক্ষ টাকা হইবে এবং তদপরে ব্যয় ক্রমে কমিবে। ১৭ই তারিখের রিপোর্টে প্রকাশিত হইয়াছে যে, পূর্ব্বে মান্দ্রাজে যত লোককে সাহায্য দিতে হইয়াছিল এখন তাহা অপেক্ষা ৩০৪২১৮ জন লোক কমিয়াছে। ক্রমে আহারীয় দ্রব্যের দাম কমিতেছে এবং শস্যের অবস্থারও শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে।

মান্দ্রাজের যে যে স্থানে অতিশয় অন্ন কষ্ট ছিল তাহার প্রায় সর্ব্বত্র উত্তম বৃষ্টি হওয়াতে বোধ হইতেছে সেখানে অল্প দিনের মধ্যে উত্তম শস্য হইবে। তবে অতিরিক্ত বৃষ্টি হওয়াতে কোন কোন স্থানের কিছু অনিষ্ট হইয়াছে, সুতরাং যে সমুদয় মহা পুরুষেরা মান্দ্রাজ দুর্ভিক্ষের নিমিত্ত ভারি ব্যাকুল হইয়াছিলেন তাহাদের আর কোন চিন্তার বিষয় নাই।

মাহামুদ আলি পাশার পরিবর্ত্তে সামলা রক্ষণাবেক্ষণের ভার সলিমান পাশার হস্তে অর্পিত হইয়াছে এবং সিপ্‌কা পাশের ভার রিওফ পাশার হস্তে অর্পিত হইয়াছে। মুসলমানদিগের গত পর্ব্বের সময় সুলতান ওসমান পাশা ও মুক্তিয়ার পাশাকে "গাজি" উপাধি প্রদান করিয়াছেন। "গাজির" অর্থ বিজয়ী।

রুশিয় সরকারি রিপোর্টে প্রকাশিত হইয়াছে যে গত ২০শে সেপ্টম্বর পর্য্যন্ত রুশদের ৪৭৪০৫ সৈন্য নানা কারণে নষ্ট হইয়াছে।

যুদ্ধ সম্বন্ধীয় তারের সম্বাদ।

১১ই অক্টবর। চেদকেত পাশা, ওসমান পাশার সঙ্গে মিলিত হইয়াছেন। এবং যুদ্ধের উপকরণ ও সৈন্যদিগের নিমিত্ত আহারীয় দ্রব্য আনয়ন করিয়াছেন। বিধ্ নামক উপত্যকা হইতে রুশেরা বিতাড়িত হইয়াছে। সলিমান পাশা কাডিকোই নামক স্থানে হেড কোয়াটার স্থাপন করিয়াছেন। সেখানে তিনি বিস্তর সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছেন। রুষ্টচক হইতে এক দল তুর্ক সৈন্য অনুসন্ধান করিতে বহির্গত হইয়া জানিতে পারিয়াছে যে, যে পিরগোশ নামক স্থানে রুশেরা সৈন্য উপস্থিত করিয়াছে।

রুশ সরকারী পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে, ২রা ও ৩রা তারিখের যুদ্ধের নিমিত্ত এবং রুশেরা নূতন স্থান অধিকার করার জন্যে, আহামদ মুক্তিয়ার পাশা ৯ই তারিখের রাত্রে তাহার নূতন অধিকৃত স্থান এবং কিজিলটিপি পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছেন। রুশেরা তাঁহার সৈন্যের পশ্চাদ পশ্চাদ ধাবিত হইয়া তাহাদের পূর্ব্বেকার স্থান অধিকার করিয়াছে।

বলগরিয়াতে মুসলধারে বৃষ্টি হইতেছে এবং ড্যানিউব নদীর জল ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে।

বৈরাম উৎসবের সময় সুলতান তাঁহার অধীনস্থ সেনাদিগের কৃতকার্য্যের নিমিত্ত আনন্দ প্রকাশ করেন এবং বলেন যে শীঘ্র সন্ধি স্থাপন হইবে এবং সন্ধি স্থাপন হইলে তুর্কির লভ্য হইবে।

১২ অক্টবর। আহাম্মদ মুক্তিয়ার পাশা প্রকাশ করিয়াছেন যে, তিনি আলতচাতে যে সময় সৈন্য একত্রিত করিতেছিলেন সেই সময় রুশেরা তাহাকে আক্রমণ করে। পাঁচ ঘণ্টা যুদ্ধ হয়। কোন দিকে জয় পরাজয় হয় না। রাত্রি উপস্থিত হইলে রুশেরা পলায়ন করে। যুদ্ধে রুশদের ১২০০ সৈন্যের মৃত্যু হয়।

১৩ই অক্টবর। ডেলিনিউসের সম্বাদদাতা লিখিয়াছেন যে, রুশ সেনাদিগের ভারি দুরবস্থা। ক্রমাগত সাত দিন বৃষ্টি হওয়ায় বাইলা ও রুষ্টচক ভিন্ন আর সর্ব্বত্র লোকের গতায়াত করা অসাধ্য এবং রুশ সৈন্যেরা কর্দ্দম হ্রদে বাস করিতেছে। শীতকালের নিমিত্ত রুশ সৈন্যের কোন আয়োজন হয় নাই। শীত নিবারণের যে কিছু দ্রব্য তাহাদের ছিল লোম হইতে পলায়ন করার সময় তাহা ফেলিয়া আইসে।

১৫ই অক্টবর। ১১ই তারিখের পত্রে রিউফ পাশা প্রকাশ করিয়াছেন যে, দেবতা পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। অনুসন্ধানকারী সৈন্যেরা রুশ সৈন্যদিগকে একটী নূতন স্থান অধিকার করিয়া অবস্থিতি করিতে দেখিয়া তাহাদের প্রতি গোলা বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। মুক্তিয়ার পাশা প্রকাশ করিয়াছেন ১১ই তারিখে পরস্পর গোলা ছুড়া ছুড়ি হইয়া বিপক্ষের দক্ষিণ ও বাম দিকের সৈন্যদিগকে গমনোন্মুখী হইতে দেখা যায়। নিকোপোলিসের সেতু স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে। তুর্কেরা কালাবস্ক নামক স্থানে নদী উল্লংঘন করিতে গমন করে, কিন্তু ইহাতে অকৃতকার্য্য হইয়াছে।

১৬ই অক্টবর। রুশেরা সুলিনাতে বোম নিক্ষেপ করিতেছে এবং সেখানে যাহারা বাস করিত তাহারা পলায়ন করিয়াছে। বলগরিয়ার দুর্য্যোগ পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। বিপক্ষ সৈন্যদলের কে কোথায় রহিয়াছে সলিমান তাহার অনুসন্ধান করিতেছেন। চেফকেত পাশা রুশদিগের নিকট হইতে কুড়ি হাজার মেষ ও ৫ শত গবাদি লুণ্ঠন করিয়া লইয়াছেন। রুশিয়া সরকারী পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে, মুক্তিয়ার পাশা রুশদিগকে ইয়াগনি নামক স্থানে আক্রমণ করে। ঘোরতর যুদ্ধের পর তিনি হটিয়া যান।

১৭ই। ১৬ই তারিখের রুশিয় সরকারী পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে, রুশেরা ১৪ তারিখে ওরলক নামক পর্ব্বতশিখর অধিকার করিয়াছে। বিপক্ষেরা কার্শ অভিমুখে হটিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে। রুশেরা ১৫ই তারিখে মুক্তিয়ার পাশা অধিকৃত স্থান আক্রমণ করে এবং আওলিয়ান পর্ব্বত পর্য্যন্ত অধিকার করে। ইহার নিমিত্ত তুর্ক সৈন্যেরা দুই দলে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। ইহার যে দল কার্স অভিমুখে যাত্রা করে রুশেরা তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া বিস্তর লোককে হত আহত ও বন্দী করিয়াছে, । এই দল সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়াছে। অপর দলে মুক্তিয়ারপাশা ছিলেন। এই দলকে আলাডজাডাগে রুশ সৈন্যেরা বেষ্টন করে। ঘোরতর যুদ্ধ হয়। তুর্কেরা পরাজয় স্বীকার করে। ইহাতে ৭ জন পাশা বন্দী হইয়াছে। বিস্তর যুদ্ধের উপকরণ রুশদিগের হস্তে পড়িয়াছে। রুশেরা ৩২টী কামান পাইয়াছেন। মুক্তিয়ার পাশা কার্সে পলায়ন করিয়াছেন।

তুর্ক সরকারী পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে ১৫ই তারিখে মুক্তিয়ার পাশা একটী গুরুতর যুদ্ধে বিলিপ্ত হন। এখনও কোন বিশেষ সম্বাদ পাওয়া যায় নাই।

১৮ই। মুক্তিয়ার পাশা পরাজয় স্বীকার করিয়া লিখিয়াছেন যে, রুশদিগের সম্প্রতি অনেক সৈন্য বৃদ্ধি হইয়াছে। তাহারা ভাল ভাল কামান আনিয়াছে, আবার গত যুদ্ধে তুর্কদের অনেক ভাল ভাল যোদ্ধার প্রাণ নষ্ট হইয়াছে, এই নিমিত্ত রুশেরা জয়ী হইয়াছে। তিনি তাহার এক দল সৈন্যের সঙ্গে কারসে গমন করিয়াছেন। রিউফ পাশা প্রকাশ করিয়াছেন যে, সিপকাপাশে দুই হস্ত পরিমাণ বরফ পড়িয়াছেন। সলিমানপাশা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, এখন গমন পর্য্যন্ত রাস্তার অধিক সৈন্য গমন করার অবস্থা হয় নাই।

মুক্তিয়ার পাশা এক রূপ পরাজয় স্বীকার করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যুদ্ধে তুর্কদের ৮ শত সৈন্য হত হইয়াছে এবং রুশদের এক দল অশ্বারোহী ও চারি দল পদাতিক হত হইয়াছে।

১৯শে অক্টবর। সলিমানপাশা এক্ষণ বিপক্ষ দলের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বেড়াইতেছেন। সিপকাপাশে আবার ভয়ানক কামান ছুড়াছুড়ি চলিতেছে।

২০শে। রুশেরা আবার প্লেবেনাতে বোম নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং বোধ হয় রুশেরা আবার সত্বর তুর্কদিগকে আক্রমণ করিবে। আর্ম্মেনিয়া হইতে সম্বাদ আসিয়াছে যে, ইস্মেলপাশা, ইরিবান পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতেছেন।

২১শে। বুচারেষ্টে এই রূপ প্রকাশিত হইয়াছে যে, রোমানীয় সৈন্যেরা তিনবার গ্রিবিটযা দুর্গ আক্রমণ করার যত্ন করে এবং তিন বারই অকৃতকার্য্য হয়। ওসমানপাশা প্রকাশ করিয়াছেন যে রুশের, ১৯শে তারিখে তুর্ক সৈন্যের দক্ষিণ পক্ষ আক্রমণ করে, কিন্তু বিস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া বিতাড়িত হয়। রুশেরা প্লেবেনার পূর্ব্বে আক্রমণ করে কিন্তু বিতাড়িত হয়। তুর্ক সরকারি পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে, রাচিদ পাশা ১৫ই তারিখের যুদ্ধে শত্রু হস্তে আপনাকে অর্পণ করেন নাই। তিনি এবং মুক্তিয়ার পাশা আলাডজাডাগের নিকট একটী স্থানে সসৈন্যে অবস্থিতি করিতেছেন। রুশিয়াতে আর যত গোলন্দাজ ছিল সে সমুদয় যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপস্থিত হইতেছে।

২২শে। রুশিয় সরকারি পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে, ১৫ই তারিখে আলেডজাডাগের যুদ্ধে রুশদিগের ১৪৩১ সৈন্যের মৃত্যু হয়। রুশিয় সৈন্যেরা কার্সের নিকট আসিয়া কার্সস্থিত সৈন্যদিগকে পরাজয় স্বীকার করিতে বলিতেছে। রুশিয় সৈন্যেরা আর্জেরুমেও গমন করিতেছে। ১৪ই তারিখে ইস্মেল পাশা তার্গুকেসবকে আক্রমণ করেন কিন্তু বিতাড়িত হন। ইস্মেল পাশা হটিয়া যাইতেছেন, সুলতান ত্রিবিজন্দে নূতন সৈন্য প্রেরণ করিতেছেন। গ্রিবিটযা দুর্গে রোমণীয়দের ৮ শত সৈন্যের মৃত্যু হইয়াছে। ডাগেস্থান নামক স্থানে রুশ গবর্ণমেন্টের বিপক্ষে লোক ক্রমে বিদ্রোহী হইতেছে।

২৪শে অক্টবর। চিবেত পাশা প্রকাশ করিয়াছেন যে, রুশিয় অশ্বারোহিরা প্লেবেনার পশ্চিমে অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছে এবং সেখানে দুই পক্ষে মহা কাটাকাটি হইতেছে। রুউফ পাশা প্রকাশ করিয়াছেন যে রুশিয়ায়া সিপকাপাশে তুর্ক সৈন্যদের মধ্যে ভয়ানক রূপে বোম নিক্ষেপ করিতেছে। সলিমান পাশা প্রকাশ করিয়াছেন যে রুশেরা কারাহসেন নামক স্থান আক্রমণ করে কিন্তু হটিয়া গিয়াছে।

২৫শে। গাজি মুক্তিয়ার নূতন সৈন্য সংগ্রহ করিয়া রিডিফ যোদ্ধাগণ দ্বারা সংখ্যাভুত করিয়াছেন। তুর্কেরা বোম নিক্ষেপ করিয়া রুশদিগের গোলন্দাজদিগকে নিরস্ত করিয়াছে। রুশিয়রা কার্সের অগ্রমেঘ দুর্গ আক্রমণ করিয়া হটিয়া গিয়াছে। ইস্মেলপাশা মুক্তিয়ার পাশার সঙ্গে মিলিত হইয়াছেন। জেনারেল তার্গুকেসব ইস্মেলপাশার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেছেন।

২৬শে। রুশিয় সরকারী পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে ২৩শে তারিখে ৯ ঘণ্টা অবিশ্রান্ত যুদ্ধের পর গৌরকো সোফিয়ায় গমনের পথে ডুবনিক নামক স্থানে ৬৪টি কামান অধিকার এবং এক জন পাশা, অনেক গুলি কর্ম্মচারী, ৩ হাজার পদাতিক এবং এক দল অশ্বারোহী বন্দী করিয়াছেন, গৌরকো এই স্থানে সৈন্য দ্বারা ব্যূহ নির্ম্মাণ করিতেছেন। রুশদেরও বিস্তর লোক মারা পড়িয়াছে।

মুক্তিয়ার পাশা প্রকাশ করিয়াছেন যে, বিঝিনকৌ নামক স্থানে তিনি রুশ দিগকে পরাজয় করিয়াছেন। সলিমানপাশা প্রকাশ করেন যে, রুশিয়রা রুষ্টচক এবং কাডিকৌতে তুর্ক সৈন্যের দক্ষিণ পক্ষ আক্রমণ করিয়া হটিয়া গিয়াছে। এখানে রুশদিগের ৮ শত লোক মরিয়াছে। রুশেরা ইমকিডজুমা আক্রমণ করার আয়োজন করিতেছে।

২৭শে। সলিমানপাশা প্রকাশ করিয়াছেন যে, মানসোরকৌই নামক স্থানে একটি ক্ষুদ্র যুদ্ধ হইয়াছে। ডুবনিক যুদ্ধে রুশদের ২৫০০ সৈন্য নষ্ট হয়। গ্রাণ্ড ডিউক নিকোলাশ ডুবনিক পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন রুশিয়রা সিলিষ্ট্রিয়াতে উপস্থিত হইয়াছে।

২৯শে। কার্স রুশিয়দিগের হস্তে অর্পণ করার কথা বার্ত্তা চলিতেছে। ইস্মেল ও মুক্তিয়ারপাশা একত্রিত হইয়া কুপ্রিকোইতে রুশদিগের নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছেন।

৩০শে। ওচনাই গমনের পথে টেলিচি নামক স্থান রুশেরা অধিকার করিয়াছে। এখানে ৭ দল তুর্ক সৈন্য, এক জন পাশা, বিস্তর কর্ম্মচারী এবং তিনটি কামান রুশদের হস্তে পতিত হইয়াছে। ওচানাইর পশ্চাদ দিকে স্কোটিঝা নামক স্থানে রুশেরা উপস্থিত হইয়াছে। মুক্তিয়ারপাশা সম্বাদ পাঠাইয়াছেন যে তাঁহার তিন ঘণ্টার পথ দূরে আঝার নামক স্থানে রুশেরা উপস্থিত হইয়াছে।

বিজ্ঞাপন।

WANTED a Head Master for the Behar English School on a salary of Rs. 125 per month. Applications admissible only up to the 30th of November 1877.

BIMALA CHARN BHOTTACHARJYA,
Secretary to the Behar English School.

ACKNOWLEDGMENT.
MUFFSIL SUBSCRIPTIONS.

	Rs.	As.	P.
Rajah Harish Chahdra Roy, Rangauia, Chittagong	12	0	0
Munshi Basiruddin Mahamed, Joydebpur, Dacca	5	0	0
„ Amadaddin Mahamed, Takipur, Mursidabad	5	8	0
„ Asimally, Chittagong	5	0	0
„ Hazi Abdul Gani, Inadgauge, Dacca	5	8	0
Mia Dafar Mamud Sarkar, Kasdaha, Rungpur	10	0	0
Babu Dina Nath Pramanik, Santipur	10	0	0
„ Tincorri Mukherji, Chinsurah	9	0	0
„ Nagendra Nath Benerji, Sultangaucha	10	0	0
„ Nabin Chandra Ghosh, Synthea	10	0	0
„ Govinda Lal Bysak, Dacca	5	0	0
„ Hari Das Mukherji, Nowgang	0	8	0
„ Madhab Chandra Maharer, Maugaldai, Assam	10	0	0
„ Nibaran Chandra Benerji, Nowkhali,	5	0	0
„ Mahendra Nath Mittra, Hugli,	10	0	0
„ Ram Krishna Mukherji, Goalanda	10	0	0
„ Nitto Gopal Lahiri, Chandsi,	10	0	0
„ Byeunta Nath De, Balasore,	10	0	0
„ Kailash Chandra Mukherji, Anautapur, Tamluk	5	0	0
„ Shyama Charan Chacrabutty, mymensing	10	0	0
„ Nil Chandra Chatterji, Dumdum	2	0	0
„ Amrita Lal Kavislkore, Chinsura	5	0	0
„ Aghore Nath Chutterji, Agra	10	0	0
„ Rasik Lal Mittra, Sundarpur Bongong	10	0	0
„ Mati Lal De, Rangoon	10	0	0
„ Rajani Kant Guha, Shibsagore	5	0	0
„ Gopal Ballab Mittra, Katak	10	0	0
„ Har Kisor Roy, Vagolpur	10	0	0
„ Ram Chandra Chowduri, Champapur Bogra	5	0	0
„ Govinda Narayan Sing Chowduri, Bakribari, Dhubri	5	0	0
Secry, L. Society, Triplican,	5	0	0
Madhawa Charan Balwachura Esqr., Kaira,	2	8	0
K. J. Desai Esqr., Shikarpore, sind	5	0	0
B. K. Seujit Esqr., Bombay	5	0	0
Secry, Dongro Library, Bombay	5	0	0
Lalji Parshotamrai Esqr. Baroda	5	0	0
Ranchordas Narottomdas Esqr., Bulsar	5	0	0
Umiashankar Aditram Esqr., Rajkot	5	0	0
Vittaldas Dhanjibhai Esqr. Rajkot	5	0	0
V. Ramanooja Moodellier Esqr., Kurnool	2	8	0
Bhawoo Rao Shirkay Esqr., Gondol	5	0	0
Vinayak Hari Sahasrabundhi Esqr., Bhandara	10	0	0
D. P. Sawanah Esqr., Coompta	5	0	0
Bapoojee Hurree Esq., Buldana	5	0	0
Mohadeo Dadishet Khed Esqr., Khed, Ratnagiri	5	0	0
Govind Wasudeo Kanikkar Esqr., Bombay	5	0	0
Pandarang Gopal Esqr., Bombay	7	8	0
Nanabhai Sorabji Dawar Esqr. Bombay	5	0	0
Lakshuman Trimbak Joshi Esqr., Alibag	5	0	0
R. Sooria Row Esqr., Vizigapatam	5	0	0
Secry, Baroda camp R. Room and Library, Baroda	5	0	0
Hari Singjee Jesabhai Esqr., Bhaonagor	10	0	0
Secry, N. L. Library, Kolhapur	5	0	0
R. G. Trivadee Esqr., Surat	5	0	0
Surajram M. Astote Esqr., Broach	5	0	0
Sakharam Narain Esqr., Bombay	5	0	0
Premabhai Himabhai Esqr., Ahmedabad	10	0	0
Javerilal U. Jajnik Esqr. Bombay	5	0	0
B. Rama Rao Esqr., Coimbatore	5	0	0
Secry Kalian N. G. Library, Bombay	5	0	0
K. S. Rama Row Esqr. B. A. Mangalore	5	0	0
Damodar W. Bhat Esqr. Poona	10	0	0
D. Aroona Chellier Esqr., Sooramungalum	5	0	0
Payedighantam J. Rao Esqr., Parlakemedy, Ganjam Dt.	5	0	0
Balmokund Esqr., Lahore	5	0	0

সংবাদ।

—নিঃস্ব ব্যক্তিদের সাহায্যার্থে গোরু ও বাঙ্গলের নিমিত্ত মান্দ্রাজ গবর্ণমেন্টে ১৮০০০০ টাকা এবং বীজের নিমিত্ত ৮০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

--মহারাজা সিন্ধিয়া অন্ন কষ্টে প্রপীড়িতদিগের কষ্ট দূর করিবার নিমিত্ত সম্প্রতি ১২টী পান্থশালা প্রস্তুত করিয়াছেন।

--পূর্ব্বে রাষ্ট্র হয় যে শিক্ষা বিভাগের ডাইরেকটর সটক্লিফ সাহেব বোম্বাইয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন সে সত্য নহে। ডাইরেকটরের যে নাম সেই নামের একজন সাহেব বটে বিলাত হইতে বোম্বাই আসিয়াছেন, কিন্তু তিনি ডাইরেকটর আটকিনসন সাহেব নহেন।

--রোম নগরের ক্যাথলিক, খৃষ্টানেরা মান্দ্রাজ দুর্ভিক্ষের নিমিত্ত দশ হাজার টাকা প্রেরণ করিয়াছেন।

--গত শনিবারের শস্য সংক্রান্ত রিপোর্টে প্রকাশিত হইয়াছে যে, উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে উত্তম বৃষ্টি হইয়াছে এবং উহা দ্বারা রবি খন্দের বিশেষ উপকার হইয়াছে।

--পারস্য দেশে এবার প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইয়াছে। এটি হওয়াতে রুশিয়দের পক্ষে বিশেষ উপকার হইবে। তাহারা পারস্য হইতে অনায়াসে আর্ম্মেনীয়ার সৈন্যদিগকে রসদ যোগাইতে পারিবে।

--মান্দ্রাজ দুর্ভিক্ষের সাহায্যার্থে কলিকাতায় যে টাকা সংগ্রহ হইতেছে তাহা দ্বারা এপর্য্যন্ত ৯০৫৪৩ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।

--বার্সেট চাগিন নামক একজন বিখ্যাত শিল্পির মৃত্যু হইয়াছে। ইনি যুদ্ধ স্থলে তুর্ক রণতরী নিঃসৃত গুলি দ্বারা আহত হন, কিন্তু যত্ন দ্বারা তিনি আরোগ্য লাভ করেন। আরোগ্য লাভ করিবা মাত্র তিনি প্লেবেনাতে গমন করেন এবং সেই স্থানে তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

--গত বৎসর ইংলণ্ড হইতে একজন বিখ্যাত বিলিয়ার্ড খেলোয়াড় আসিয়া যশোলাভ করেন। এবার সেখান হইতে চারি জন ক্রিকেট খেলোয়াড় আগমন করিতেছেন। ইহারা কাহার নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিবেন না, কেবল আপন ক্ষমতা দেখাইবার নিমিত্ত সহস্র ২ টাকা ব্যয় করিয়া এখানে আসিতেছেন।

--মান্দ্রাজের সর্ব্বত্র শস্যের মূল্য নরম হওয়াতে গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা দিয়াছেন যে, গবর্ণমেণ্ট নিজের চাউল কেবল রিলিফ ওয়ার্ক ও রিলিফ ক্যাম্পে প্রেরণ করিবেন, আর কোন স্থানে এ চাউল ব্যবহার হইবে না।

--মান্দ্রাজ দুর্ভিক্ষের নিমিত্ত গড়ে ৪৩৪৮৭ টাকা মাসিক বেতনে ১২৮ জন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী নিযুক্ত হন এবং ইহার নিমিত্ত নিম্ন শ্রেণীর ৭২০৩ জন কর্ম্মচারী নিযুক্ত হন। ইহারা সকলে মাসে গড়ে ১৫২৫৭৩ টাকা বেতন প্রাপ্ত হন। নিম্ন শ্রেণী লোকের মধ্যে ৩৮৩০ জন রিলিফ ওয়ার্কে, ৬২৪ জন বেতন বিতরণ করিবার নিমিত্ত, ৭১৮ জন হিসাব রাখিবার নিমিত্ত, ১২০৮ জন রিলিফ ক্যাম্প ও হাউসে, এবং ৯০৩ জন গ্রাম্য রিলিফে নিযুক্ত হন। ঘোরতর সংগ্রামে উপস্থিত হইয়া শত্রু দমন করা অপেক্ষা অনেকের বিবেচনায় মান্দ্রাজের দুর্ভিক্ষ নিবারণ করা গুরুতর কাজ, সুতরাং এরূপ গুরুতর কার্য্যের ভার যাহাদের উপর গবর্ণমেণ্টের অধিক আস্থা আছে তাহাদের উপর নির্ভর করা উচিত। এই নিমিত্ত প্রায় ৫০ হাজার টাকা দিয়া ১২৯ জন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া গবর্ণমেণ্ট টাকার অপব্যয় করিয়াছেন কি অর্থের সদ্ব্যবহার করিয়াছেন ইহার প্রতি অনেকে সন্দেহ করিতে পারে।

হাইদ্রাবাদের মহারাজা নিজ রাজ্যের মধ্যে বস্ত্র নির্ম্মাণ ও সংস্কার সম্বন্ধীয় উপদেশ প্রদানার্থে একটী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ক্রমে এখানে বন্দুক প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হয়। প্রথমে এখানে ছোট ছোট কামান প্রস্তুত হইতে থাকে। ক্রমে এখানে বন্দুকও প্রস্তুত হয়। এই কারখানার নির্ম্মিত বন্দুক দ্বারা তিনি এক দল সৈন্য সজ্জীভূত করেন। সম্প্রতি এই কারখানাতে বারুদ গুলি এবং যুদ্ধের অন্যান্য উপকরণ প্রস্তুত হইতে থাকে। হাইদ্রাবাদের রেসিডেণ্ট ইহা দেখিয়া আর সহ্য করিতে পারেন না। তিনি এই কারখানাটি বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। ইংরাজ রাজপুরুষেরা জানেন কোন বৃহৎ রাজ্য শাসন করিতে হইলে তাহা কোন মতে বল দ্বারা অধীন রাখা যায় না, ইহা কেবল সুশাসন দ্বারা অধীন রাখা সম্ভব। ইহা জানিয়াও যে এইরূপ ব্যবহার করেন ইহাতে আমরা দুঃখিত হই।

--রুশিয়রা জেনারেল টোডেল বেন নামক একজন নূতন সেনানীকে প্লেবেনাতে উপস্থিত করিয়াছেন। ইনি ক্রিমিয়ার যুদ্ধের সময় সিবাষ্টিপোল রক্ষা করাতে বিখ্যাত হন। ইহা দ্বারা রুশিয়রা কত দূর সাহায্য প্রাপ্ত হইবে তাহা বলা যায় না, কারণ ইনি সিবাষ্টি পোলে যে কার্য্যে বিখ্যাত হন, এখন তাহার বিপরীত কার্য্যে নিযুক্ত হইবেন। সিবাষ্টিপোলে ইনি শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত স্থান রক্ষা করেন। তাহার শত্রুরেরা তাহার সম্বন্ধে যাহা করিয়াছিল প্লেবেনাতে ইহার তাহাই করিতে হইবে।

--শীতকালে তুর্কিতে অবস্থিতি করিতে হইলে যে ২ দ্রব্যের প্রয়োজন রুসেরা তাহা সংগ্রহ করার উদ্যোগ করিতেছে। বোধ হয় শীত কালে উভয় পক্ষীয় সৈন্যেরা বিশ্রাম করিবে তবে সুযোগ পাইলে যে কেহ ছাড়িবে না তাহার কোন সন্দেহ নাই। ইউরোপের শীত এ দেশের শীতের মত নহে। সেখানে শীতের সঙ্গে বরফ পড়ে, ঝড় বৃষ্টি হয়, এবং লোকের স্বভাবতঃ এরূপ কষ্ট হয় যে তাহা আমরা অনুমানও করিতে পারি না। আবার বলগরিয়াতে পথ ঘাট এক রূপ নাই, যাহা আছে একটু বৃষ্টি হইলে তাহা অচল হইয়া পড়ে। এতদ্ভিন্ন রুশিয়রা ডানিউব নদীর উপর যে সেতু প্রস্তুত করিয়াছে তাহা রক্ষা করাও কঠিন হইবে। রুশিয়রা এই নিমিত্ত দেশ হইতে ইম্পিরিয়াল গার্ড সৈন্য সংগ্রহ করিতেছে, সম্রাট যুদ্ধ স্থল পরিত্যাগ করিলেন না এবং জেনারেল কটঝিকিউ নামক একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি প্রধান সেনাপতির প্রধান মন্ত্রির পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। রুশদিগের এই সঙ্কট উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে এই জেনারেল প্রকাশ করেন যে, তাহারা যে প্রণালীতে কার্য্য করিতেছে তাহাদের এই বিপদের সম্ভাবনা। রুশ সম্রাটের এই নিমিত্ত তাহার উপর অধিক ভক্তি হইয়াছে এবং তিনি এই গুরুতর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন।

—ফ্রান্সে ক্রমে চুরটের ব্যবহার বৃদ্ধি হইতেছে। ১৮৪৩ খৃঃ অব্দে গবর্ণমেণ্ট প্রথম ইহা প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন। তখন এক স্থানে কেবল চুরট প্রস্তুত হইত এবং ১৮৬৯ খৃঃ অব্দে ইহার কারখানা হইতে ১১০০০ ০০০ চুরট প্রস্তুত হয়। আপাতত ইহার নিমিত্ত ১৮টা কারখানা প্রস্তুত হইয়াছে, ৩২৭টা গুদাম হইয়াছে, এবং ইহা বিক্রয়ার্থে ৪৯২১০টী লাইসেন্স দোকান স্থাপিত হইয়াছে। গত বৎসর ইহার দ্বারা ৩০০ ০০০ ০০০ ফ্রাঙ্কের অধিক আয় হয়। কেবল পারিস নগর হইতে ৪২০০০ ০০০ ফ্রাঙ্ক আয় হয়। প্রত্যেক ফ্রাঙ্কের মুল্য আন্দাজ ছয় আনা হইবে।

—মান্দ্রাজ মেল একটী নূতন বিষয় আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, যখন মান্দ্রাজ দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হয় তখন কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা দেখেন যে, যে সমুদয় স্ত্রীরা রিলিফ ওয়ার্ক কাজ করিতে অথবা রিলিফ ক্যাম্পে আশ্রয় লইতে আইসে তাহাদের মধ্যে গর্ভবতী স্ত্রীর সংখ্যা অতি কম। সম্প্রতি দুর্ভিক্ষের আর এক জন কর্ম্মচারি ১০২ জন স্ত্রীকে পরীক্ষা করিয়া দেখেন যে তাহাদের মধ্যে এক জনও গর্ভবতী নহে। ইনি আর দুই স্থানের স্ত্রীলোক পরীক্ষা করিয়া দেখেন, একস্থানের স্ত্রীর সংখ্যা ১৮৬ এবং এখানে একজনও গর্ভবতী স্ত্রী তিনি দেখেন না, অপর স্থানের স্ত্রীর সংখ্যা ২০৬, এখানে কেবল একজনকে গর্ভাবস্থায় তিনি দেখেন। আর এক জন দুর্ভিক্ষের কর্ম্মচারী কাডাপাতে ৪০৫৭ জন স্ত্রীর মধ্যে কেবল ৩৩ জনকে গর্ভবত দেখেন।

--উপরি উক্ত সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে, গ্রীফিথ নামক কাডাপার একজন দুর্ভিক্ষ কর্ম্মচারি নর হত্যা অপরাধে রাজ বিচারে উপস্থিত হইয়াছেন। গ্রীফিথ সাহেবের একজন ভৃত্য সাহেবের জন্যে মুর্গী ক্রয় করিতে গিয়া গ্রাম্য লোকের সঙ্গে বিবাদ করে। চাকরকে গ্রাম্য লোকেরা মারে এই নিমিত্ত নাকি গ্রিফিথ সাহেব ও তাহার ভৃত্য হত ব্যক্তিকে এরূপ মারে যে, তাহাতে তাহার প্রাণ ত্যাগ হয়।

—মান্দ্রাজ নগরে স্বাস্থ্যের ক্রমে উন্নতি হইতেছে। ২৫সে জুলাই তারিখে প্রকাশ হয় যে, সেখানে প্রতি সপ্তাহে ১১৫০ জন লোকের মৃত্যু হইতেছে। আবার ১৭ই অক্টবরে প্রকাশিত হইয়াছে যে, বোম্বাইয়ে সপ্তাহে ৬৬৫ জন লোকের মৃত্যু হইতেছে।

—কিটজপাট্রিক সাহেব ইণ্ডিয়ান ব্যবস্থাপক সভার সেক্রেটরি এবং ম্যাকফারসন সাহেব ডেপুটী সেক্রেটরি পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

—জর্ম্মেনীর মন্ত্রী ও অষ্ট্রিয়ার মন্ত্রীর সঙ্গে নাকি এই রূপ বন্দবস্ত হইয়াছে যে, যে পর্য্যন্ত অষ্ট্রিয়া নিরাপক্ষ থাকিবেন সে পর্য্যন্ত জর্ম্মেনী পোপের পদ শূন্য হইলে সে সম্বন্ধে কোন কথা কহিবেন না।

—রুশিয় গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে যে হাকিম খাঁ তোরার সঙ্গে বেগকুলিবেগের কাসগারের সিংহাসন লইয়া যুদ্ধ হয় এবং হাকিম খাঁ যুদ্ধে পরাজয় হইয়া সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে রুশিয় রাজ্যের মধ্যে পলায়ন করিয়াছেন।

—এইরূপ রাষ্ট্র যে ইংরাজেরা কৌশল করিয়া বোখারার আমিরকে বুঝাইয়াছেন যে রুশেরা কেবল তুর্কির মুসলমানদিগের বিপক্ষে যুদ্ধ আরম্ভ করেন নাই, কিন্তু সমুদয় মুসলমানদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করা তাহাদের উদ্দেশ্য। বোখারার আমির ইহা শুনিয়া রুশিয়ার বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করিয়াছেন এবং সম্ভবতঃ রুশিয়ার এখানেও একটি যুদ্ধ করিতে হইবে।

--আশিয়া মাইনরে যে যুদ্ধে মুক্তিয়ার পাশা পরাস্ত হন তাহার অতি সংক্ষেপ বিবরণ গত মেলে প্রকাশিত হইয়াছে। যুদ্ধের শেষ হইবার পূর্ব্বে বিলাত হইতে মেল আইসে। আলেকজণ্ড্রিপোল ও কার্সের মধ্যস্থানে মুক্তিয়ার পাশা অবস্থিতি করিতেছিলেন। এস্থানটী তিনি এরূপ ভাবে রক্ষা করেন যে, শত্রুদিগের সেখানে আক্রমণ করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার ছিল না, কিন্তু নূতন সৈন্য আসাতে রুশিয় জেনারেল মেলিকফ অতিশয় স্ফূর্ত্তিযুক্ত হন এবং মুক্তিয়ার পাশাকে আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধের ফল তারে প্রকাশিত হইয়াছে।

--অনেকে অনুমান করেন যে রক্তস্রোত প্রবাহিত করিয়া হয়ত এখন উভয় পক্ষের চৈতন্য হইয়াছে এবং ইউরোপীয় রাজারা যদি এখন অগ্রসর হন তাহা হইলে তুর্কি ও রুশিয়াকে নিরস্ত করিতে পারেনও কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে সে আশা বিফল। গত মেলে প্রকাশিত হইয়াছে যে, মধ্যবর্ত্তী হইয়া সন্ধি স্থাপনের যে যত্ন হইতেছিল তাহা আপাততঃ স্থগিত রহিল। রক্তারক্তি করিয়া উভয় পক্ষের চৈতন্য না হইয়া প্রত্যুত আরো জিদ বৃদ্ধি হইয়াছে। যদি রুশিয়রা ক্রমে কয়েকটা যুদ্ধে জয়ী হইতেন তাহা হইলে হয় ত সন্ধি স্থাপনের সম্ভব হইত। তুর্কির আপাততঃ যেরূপ অবস্থা তাহাতে তুর্ক গবর্ণমেণ্ট যদি বলেন যে যত দিন এক জন রুশ তাহাদের রাজ্যে থাকিবেন তত দিন তাহারা সন্ধি করিবেন না তাহা হইলে তাহাদিগকে কেহ দোষারোপ করিতে পারেন না, আবার রুশিয় [illegible] ট যত দিন তাঁহার অধীনে এক জন সৈন্য কি তাঁহার ভাণ্ড [illegible] একটী মুদ্রা থাকে তত দিন যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া যদি পলায়ন করেন তাহা হইলে লজ্জায় তাঁহার মুখ রাখিবার স্থান হইবে না। এরূপ অবস্থাতে সম্প্রতি সন্ধি হওয়ার কোন আশা নাই। এখন আর বীরত্বের কাল নাই। যুদ্ধের যেরূপ যন্ত্র সমুদয় নির্ম্মিত হইয়াছে তাহাতে যে দলে যত লোক থাকে সেই দলের তত জয়ের সম্ভাবনা এবং যদিও তুর্কি অপেক্ষা রুশিয়ার জন সংখ্যা চারি গুণ কিন্তু রুশিয়ার এত লোক থাকাতে তাহার সুবিধা না হওয়াতে প্রত্যুত অসুবিধা হইয়াছে। রুশিয়ায় যে সমস্ত লোক আছে তাহারা এক মতাবলম্বী নহে, অনেক রুশিয় জয় অপেক্ষা পরাজয়ের প্রার্থী, সুতরাং তুর্কিতে যাহারা আছে তাহারা প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেছে এবং রুশ গবর্ণমেণ্টের যেরূপ তুর্ক সম্রাটের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইতেছে, তেমনি দেশ রক্ষা করিতে হইতেছে, আবার রুশ সৈন্যর মধ্যে অনেকে অনেচ্ছায় যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইতেছে।

—পূর্ব্বে রাষ্ট্র হয় যে সর্ব্বিয়া তুর্কির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছে কিন্তু এখন শুনা যাইতেছে যে উহা সত্য নহে। রুশেরা অর্থের দ্বারা যতদূর উত্তেজনা করা যাইতে পারে সার্বিয়াবাসিদিগকে তত দূর উত্তেজনা করিতেছে কিন্তু সার্বিয়ার রাজা প্রিন্স মিলান ভাবিতেছেন যে, গত বৎসর তিনি তুর্ক গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করিয়া এবার অকারণ সন্ধি ভঙ্গ করিলে ভাল দেখাইবে না। আবার অষ্ট্রীয়ার ইচ্ছা নয় যে তিনি তুর্কির বিপক্ষতাচরণ করেন এবং প্রিন্স মিলান অষ্ট্রিয়ার অনেচ্ছাকে নিতান্ত অবহেলা করিতে পারেন না। ফল যদি রুশেরা যুদ্ধে জয় লাভ করিত তাহা হইলে তিনি হয় ত এত দিন তুর্কির বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করিতে ইতস্ততঃ করিতেন না। সার্বিয়ার যুদ্ধ বল অতি সামান্য তথাচ সার্বিয়াবাসীরা বিপক্ষতাচরণ করিলে তুর্কির অনেক অনিষ্ট করিতে পারিত। সার্বিয়ারা যদি রোমানিয়ার পশ্চিম দিকে যুদ্ধ আরম্ভ করিত এবং সোফিয়ার সঙ্গে ওসমান পাশার যে সংস্রব আছে তাহার অবরোধ করিত তাহা হইলে তুর্কির নিতান্ত কম বিপদ উপস্থিত হইত না।

—এক জন জাপানীয় কারিকর নিজে এক খানি রণতরী প্রস্তুত করিতেছে। ইতি পূর্ব্বে জাপানে আরও কয়েক খানি রণতরী প্রস্তুত হইয়াছে, কিন্তু সে গুলি ইউরোপীয় কারিকরের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। বর্ত্তমান রণতরী জাপানবাসীরা নিজে প্রস্তুত করিতেছেন।

--নিজামের রাজ্যে যে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল তাহার সম্পূর্ণ অবসান হইয়াছে।

সম্প্রতি চিনেরা কাসগার যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছে। যদি চিন সম্রাট সত্বর নূতন সৈন্য না পাঠান তাহা হইলে কাসগারে যে সৈন্য আছে তাহাদের ভারি বিপদ হইবার সম্ভাবনা। মুসলমানেরা এখন সর্ব্বত্রই জয়ী হইতে আরম্ভ হইয়াছেন।

সমুদ্রের মধ্য দিয়া পথ প্রস্তুত করিয়া ইংলণ্ড ও ফ্রান্স যোগ করার যে প্রস্তাব উত্থাপিত হয় সম্প্রতি তাহার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে।

আজ কয়েক দিবস হইল একজন মুসলমান সুলতানের ক্যাণ্টনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেটের নিকট এক খানি দরখাস্ত করেন। দরখাস্তে লেখা থাকে যে, বিধাতার ইচ্ছা নহে যে ভারতবর্ষ আর ইংরাজদের শাসনাধীন থাকে, অতএব তিনি আবেদনকারীর হস্তে ইংরাজ রাজ্যের চাবি অর্পণ করেন। দরখাস্তকারী প্রকাশ করে যে ঈশ্বরের আদেশক্রমে সে এই দরখাস্ত লিখিয়াছে। মাজিষ্ট্রেট এই দরখাস্ত প্রাপ্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করেন যে, আবেদনকারী উন্মাদ কি না। তাহাতে সে বলে যে না, তাহার জ্ঞানের কিছুমাত্র ব্যত্যয় হয় নাই, সে লিখিতে পড়িতে পারে ও নিয়ম মত পান আহার করিয়া থাকে। মাজিষ্ট্রেট দরখাস্তকারিকে কারাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। সে উন্মাদ কি না সিবিল সারজন কর্ত্তৃক তাহার পরীক্ষা করা হইবে।

সিরাজগঞ্জে অতিশয় ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

খেলাতে আপাতত কোন গোলযোগ নাই এবং বোলান পাশ দিয়া নির্ব্বিঘ্নে বাণিজ্য ব্যবসায় চলিতেছে।

মান্দ্রাজের অবস্থা ক্রমে ভাল হইতেছে। তিন মাসের মধ্যে তথাকার সকল দুরবস্থার শেষ হইবে।

মান্দ্রাজের দক্ষিণ আরকট, চিঙ্গিলপট, কাডাপা ও কার্ণুল এই কয়েকটী স্থানে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মন্বান্তর হয় এবং এই সমুদয় স্থানে গত আগষ্ট মাসে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মানুষ মরে। ইতি পূর্ব্বে দক্ষিণ আরকটে এই মাসে গড়ে ২৮৫১ জনের মৃত্যু হইত, কিন্তু গত আগষ্টে ১২০৮৪ জনের মৃত্যু হয়, চিঙ্গিলপটে মাসে পূর্ব্বে ১৭২৬ লোকের মৃত্যু হইত এবং গত আগষ্ট এখানে ৯৮৩৯ জনের মৃত্যু হয়, কাডাপাতে পূর্ব্বে ২৩৩২ জনের এবং গত আগষ্টে ১১৮৭২ জনের মৃত্যু হয় এবং কার্ণুলে পূর্ব্বে ১৭১৩ জনের এবং গত আগষ্টে ৮৪৮২ জনের, অর্থাৎ এই চারিটী স্থানে গত আগষ্ট মাসে অপেক্ষাকৃত ৩৩৭৫৫ অতিরিক্ত লোকের মৃত্যু হয়।

বাঙ্গালায় গত বৎসর সাধারণ উপকারার্থে বঙ্গবাসীরা ২৭৮১২৯ টাকা দান করিয়াছেন। ইহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ দান ঢাকার রাজা কালি নারায়ণ করিয়াছেন। তিনি একটী লৌহ সেতু নির্ম্মাণার্থে ২০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। আমাদের লেফটেনেণ্ট গবর্ণর বাঙ্গালা হইতে সাধারণ উপকারার্থে পোনে তিন লক্ষ টাকা পাইয়াও সন্তুষ্ট হন নাই।

CALUTTA, THURSDAY, NOVEMBER 1, 1877.

We read in the *Hindoo Patriot* that the late Kumar Grish Chunder Sing of Paikpara left by his will a munificent bequest of Rs. 1,15,000 for the erection and maintenance of a Hospital at Kandi, in the district of Moorshedabad, the original seat of his family. We also hear that the late Babu Choonilal Seal has bequeathed an endowment of Rs. 50,000 to the Calcutta Medical College.

———ooo———

The Special Correspondent of the *Indian Daily News* telegraphs from Bombay :—

Bombay, 26th October, 12. 52m

Baboos Brojendro, Shisher Koomar, and Kally Churn Banerjee have been received by Sir Mungaldass Natboobhoy, at Girgaum House, at a large evening party, to which many influential Bombay citizens were invited.

Referring to this evening party the *Indian Spectator* of Bombay says :—"The party was attended by Europeans and Natives, representing the wealth, influence, and intelligence of the two communities. The visitors were treated with marked attention on all sides,"

———ooo———

Two memorials, one signed by upwards of three thousand educated and respectable native and European gentlemen of Calcutta, and the other by the Sanscrit Pundits of East Bengal have been forwarded to the Government of Bengal, praying for a remission of the sentence passed upon Babu Janaki Nath Roy. The first memorial is a very ably written and well argued document, which leaves no doubt in the mind of the reader as to the innocence of the unfortunate young man. This memorial brings forward a mass of facts which conclusively prove that Janakee Nath never committed a crime, for without criminal intention there cannot be a crime. In making the false statement for which he was convicted, Janki Nath believed it to be true. The verdict of the jury was also to that effect, for the jury found him guilty of giving false evidence only in a judicial proceeding without any intention whatever to injure any body, and therefore their verdict did not tantamount to a verdict of guilty, such as was necessary for conviction. Then again the day after he made the false statement in the Small Cause Court, and before the conclusion of the trial, Babu Janaki Nath applied to the Court for leave to correct his deposition but his application was refused. These facts which have been incontrovertably established strongly prove that the prisoner was wrongly convicted.

The Pundit memorialists of East Bengal thus bewail the the sad fate of Janakee Nath and pray for mercy to His Honor :—

The famous, wealthy, and respectable Kundu family of East Bengal is known all over the country to be the patron of the poor, and the needy, very honest in their dealings and never wanting in zeal or energy in the furtherance of a noble cause. But for the liberality of that family, Sanskrit, the oldest, and most perfect, and forming as it were the crown, of all languages, would have been extinct in this part of the country. Illustrious personages of that noble family led by purely patriotic feelings, maintain the poor and needy Sanskrit scholars of Bengal by rendering great pecuniary assistance to them. They gladly lend us a helping hand whenever any misfortune or calamity befals us. In times of scarcity and such other dire calamities they preserve the lives of our indigent countrymen by means of alms given liberally, unostentatiously, and from a strict sense of duty.

Now that one of the members of that family, Babu Janokeenoth Roy, a man of unexceptionably good character and one religiously disposed from his very childhood has to rot in Jail for the space of three months in obedience to the orders of the Hon'ble High Court, is undoubtedly the greatest calamity and misfortune that can befal us. As their generosity and liberality are our chief support, we are totally helpless now. Suffice it to say that the whole of East Bengal is in despair. In this dreadful and crushing misfortune we find nothing to which we can recourse for help save your Honor's well-known kindness.

God alone knows whether Babu Janaki Nath was really guilty or not, but even supposing that he was really guilty his bitterest enemy will admit that he has been already more than sufficiently punished. Will Mr. Eden take pity upon this unfortunate young man, and grant the humble prayer of the Memorialists?

———ooo———

THE WEALTH OF ENGLAND AND OF INDIA.

In a remarkable speech recently delivered at a famine meeting held at Salisbury, Mr. Fawcett in drawing a comparison between the financial resources of England and India is reported to have observed: "So extraordinary is the difference between the wealth of England and India that, although the population of India is seven times greater than that of England, yet an income tax in India is only one-tenth as productive as it is in England. Our present income-tax of 2*d* in the pound yields an annual revenue of about four millions; an income-tax of the same amount when imposed in India did not produce more than 400,000*l*." So according to Mr. Fawcett England is seventy times richer than India.

That Mr. Fawcett does not draw upon imagination will appear from some further facts which we shall presently lay before the reader, About four years ago Mr. Townsend sent an ably written paper for publication in the *Friend of India* containing a list of persons who died in England in the last ten years leaving personal property exceeding 25 lakhs of rupees. The list contains 160 names. We give below the names of some of the prominent men :—

May 21, 1864—Sir W. Brown, Richmond Hill, Liverpool—£900,000.

Dec. 24, 1864—Hudson Gurney, Keswick, Norfolk and St. Jame's—£1,100,000.

July 22, 1865—Richard Thornon, Esq.—£2,800,900.

Sep. 15,1866—Don Pedro Gonzales de Candamo, Lima—£800, 000.

Nov. 24,1866—Peter Arkright, Esq., Will ersely—£800,000.

Sep 7, 1867—W Crawshaw, Esq. Caversham Park, Oxen—£2,000,000.

March 14, 1868—Samuel Eyres, Esq. Armley, Leeds—£1,200,000.

Mar. 27, 1859—Joseph Crossley, Esq. Bromfield Halifax—£900,000.

June 5, 1859 Samuel Scott, Esq. Cavendish Squre—£1, 400,000.

Oct. 16, 1869—W. H. Forman, Esq., Pippbrook House, Dorking—£1,000,000.

Jan. 1, 1870---Marquis of Westminster---£800,000.

March 12, 1870--Thomas Fielden, Esq., Wellfield Crumpsell---£1,300,000.

Oct. 22, 1870---John Brocklehurst, Esq., Macclesfield--£800,000.

Dec. 10, 1870---Thomas Thornton Esq., Brixton--£900,000.

March 11, 1871--Baron Nathaniel de Rothschild--£1,800,000.

June 15, 1872--Sir F. Crossley. M. P.---£800,000.

The writer says that this list makes no reference to landed estates. He further observes that from calculations he has heard he believes that 2,500 persons in England possess incomes exceeding £ 20,000 a year, while the number receiving more than £ 5,000 is at least five times as great. The enormous number of these men, and especially the number of the very wealthy—there are 250 with from £ 275,000 to £ 350,000 a year *realized*—affects society profoundly, and is one main cause of the new habit of expenditure so note-worthy in English society.

The list is evidently incomplete and defective. Indeed it is very difficult to compare the wealth of India and of England from the above list. We have very few merchants and bankers in India, Whatever wealth we have, we have principally with our Zemindars, and the list makes no reference to landed estates. There was a year in which license tax was imposed upon trades and professions, when the landed proprietors were exempted. This was in 1867. In the license tax report of that year it appears that out of 66 millions the population of Bengal, 1,88,223 men had incomes above 200 Rs, a year, or about 17 Rs. a month.

Now one hundred and eighty-eight thousand is an infinitesimal portion of 66 millions Of these, 354 men only had incomes above ten thousand of rupees, and 929 above one thousand and below ten thousand. Mr. Townsend says that about 2,500 persons in England possess incomes exceeding two lakhs a year, the number receivlng 50 thousand is greater than 12,500. The number of persons whose income is between five hundred and thousand a year in Bengal is fourteen thousand. The number of persons in England whose incomes are 50 thousand a year is 12,500. The population of Bengal is above 66 millions, that of England 22 millions, less than $\frac{1}{3}$rd of the number. So from the above calculation it appears that England is more than hundred and fifty times richer than Bengal. The number in England who has an income of 2 lakhs a year is 2,500, but men (Bengalees) with such large incomes irrespective of incomes from landed property are, if not absolutely wanting in Bengal, so very rare that they will never reach half a dozen. From this calculation it appears that England is thousand times richer than Bengal.

Mr. Torrens M. P. after a careful calculation finds that the total production of the Indian Empire is under £300,000,000 a year, that of the United Kingdom is about £900,000000 sterling. The population of the United Kingdom is about 25 millions and that of India 225 millions. Thus in England, every person grows Rs. 360 a year, and in India Rs. 13. As. 8. From this calculation England is 30 times richer than India. This would also give a taxation of 3 shillings 4 pence in the pound in India and less than one shilling eight pence in the pound in England. So though India is thirty times poorer, it is three times more heavily taxed than England. And England is the most heavily taxed country in the world, excepting perhaps the United States. In comparison to England, India is a very poor country. Yet England taxes her Indian subjects three times more heavily than she taxes her own children. Yet England has on many occasions saddled India with expenses which legitimately she should have incurred.

———ooo———

ANOTHER ALARMING BILL.

The years 1793,1859-60, and 1872 are memorable epochs of codification and so is 1877 to be. In 1793 Lord Cornwallis framed the great Revenue, Civil and Criminal Code. The Regulations bear strong marks of the good wishes of their framer, and with small additions and alterations, they continued to work till 1859 when the Company's rule ended. In 1859 and 1860 the Civil Procedure Code, the Landlord and Tenant Act, and the Penal Code were passed. These codes were not without objectionable features, and they do not manifest that anxiety on the part of the Legislature to secure the good of the people which actuated the framers of the Regulations. Then came the era of Sir F. J. Stephen, In 1872 he recast the Criminal Procedure Code in iron mould to crush the liberties of the people by making the powers of the executive absolute. The Evidence and Contract Laws were also codified in the same era.

The next era of codification has begun with the present year. There have appeared in rapid succession, a Specefic Relief Act, a new Presidency Magistrate's Code, a new Civil Procedure Code, and new Acts on Registration and Limitation, not to mention several other Acts of minor importance. The New Civil Procedure Code has introduced a mass of complications borrowed from the cumbrous procedure of the English codes; and the Specefic Relief Act will serve well to perplex and vex the Moffusil Courts as well as the suitors

But the present era of codification is not to end here. A new *Stamp Law* is on the tapis. The very news that a new Stamp Bill is before the Legislative Council has been sufficiently alarming to the people. The change of the Stamp and Court Fees Acts in 1867-69 imposed heavy additional burdens upon the people and placed strong obstacles in the way of justice. It was not so when the Stamp Law of 1793 was changed in 1829, Act X of 1829 being a real improvement on the regulation of 1793. In 1860-62 also Government had not yet adopted the policy of a crushing scale of stamp duties and Court-fees.

Thus Act X of 1862 was less burdensome and not so hurtful. Probably up to that time Government had some superstitious feeling about enhancement of stamp duties as that had on one occasion cost the English nation a great Empire. In 1867, however, such a heavy scale of Court-fees was introduced that it made the whole nation groan under it, until by the Act of 1870 the fees were slightly reduced.

On a perusal of the present Bill our worst fears are realized. The two most obnoxious laws, passed of late, are Mr. Stephen's Criminal Procedure Code and Mr. Elen's Public Works Cess Act. The Stamp Bill partakes of the nature of both. It will be a hard and stringent penal law as well as one eminently calculated to increase the burden and misery of the poor-class.

As regards the penal provisions. In the statement of objects and reasons it is complained that "the provisions relating to the procedure to be followed on the production of unstamped documents deal prominently with the question of intention on the part of the producer and the Courts generally ignore the presumption of fraudulent intention in the absence of proof of the existence of such intention. As such proof is not forthcoming, the producer of the instrument almost invariably escapes, mulcted only in the Civil penalty which the Court is empowered to levy at its own discretion and without reference to other authority." So this is very improper. A man escapes criminal punishment because he is not found to have committed a criminal offence. This is unbecoming a civilized and Christian Government. He must be punished although he might have acted with thorough honesty. It is a question of Government revenue, therefore the ordinary maxims of jurisprudence founded on reason and equity must be discarded. Hence the provisions of the new law to punish in evry case that an unstamped or inadequately stamped document is produced!

It is thought that the obligation of stamping documents is at present largely evaded in a deliberate way. A more unfounded notion than this could not be. The object and the only object of securing documents is to use them as evidence in Courts of Justice. An unstamped document is not received in evidence and therefore fails to fulfil the object for which it is made. All men know this. How then can they deliberately be party to documents not properly stamped unless they are considered to have lost their senses? As a matter of fact, we can say that we hardly knew of a single case in which a man had deliberately evaded a stamp duty. There are many cases of documents being not stamped or insufficiently stamped. But all this is owing to the uncertainty of the law, ignorance, mistake, or the like causes. Is not a fine of twenty times the amount of the fee an adequate punishment for delinquencies of this sort?

Next, as regards the enhancement of the duty. Let us enumerate the heads under which the stamp duty is increased by the Bill.

(1.) The duty on bonds is augmented by assimilating the scale to that of the English Law.

(2.) The minimum rate on bonds is raised from 2 to 4 Annas.

(3.) The rates on Promissory notes other than those payable on demand are considerably increased.

(4.) The rates on Policies of Insurance are doubled.

(5.) The duty on instruments of loans with pledge of valuable securities is increased, as in the place of a fixed duty of 2 Rs. an *ad valorem* duty is imposed.

(6.) The duty on Promissory Notes payable after a year is raised to the rate levied on bonds, *i. e.* the rate is increased eight-fold.

(7.) The duty on awards of arbitration is enhanced by five times its present amount.

(8.) An *ad valorem* duty equal to that on bonds is imposed on partition deeds instead of a fixed duty of Rs. 16.

(9.) An *ad valorem* duty is imposed on deeds of gift and exchange instead of a fixed duty as at present. And the valuation is to be enforced under heavy penalties.

(10.) The duty of 1 Anna on receipt is extended to Rs. 10 and the granting of receipt made compulsory.

(11.) Court fees in respect of suits in Muffusil Courts of Small Causes are raised from $7\frac{1}{2}$ per cent to 10 per cent of the value of the claim.

(12.) The Court fees on Letters of Administration on Probates raised from 2 to $2\frac{1}{2}$ per cent.

This is the long list shewing the various heads of duty increased by the Bill. It would be tedious to discuss the propriety or otherwise of each head. We will say a word about the policy of raising the rates of stamp duty in this country to the level of those prevailing in England. The circumstances of the two countries are vastly different. England is one of the richest countries in the world and India one of the poorest, if not the poorest. It is high time for Anglo-Indian politicians to take note of this. Are not the dying shrieks of the millions in Southern India audible and telling enough to the ears of our Hon'ble members? They are intelligible enough to Mr. Fawcett in England and to a large portion of the English public. How is it that nearer at home they have made no impression? Is an Indian ryot whose food consists of a pice worth of coarse rice and a few *kowries* worth of *dal*, and whose luxury would be a few *gundas* worth of *chingri* fish, whose drink is a cup of water from the nearest well, whose dress is a coarse *dhooti* of eigt annas worth, whose income, in short, is 2 annas per diem, to pay duties to the same amount as an English villager whose food is bread and mutton, drink beer and whisky, clothing woolen coats and trowsers, whose ordinary daily income would be at least an Indian villager's week's earning? And yet our Supreme Council is bent upon raising the duties in this country to the level of those in England!

Our Supreme Legislature showed much sympathy towards the poorer classes in enacting the new Civil Procedure Code. Many a lenient provision has been made to afford relief to the unfortunate who may be forced by necessity to borrow and be not very well able to pay. The mass of the people is in this predicament, and the Legislative Council did nothing but right in showing sympathy towards them. But that was Ryot *vs.* Mahajan. This is Ryot *vs.* Government.

Let us consider for a moment the effect of the enhancement of the dutes on bonds and promissory notes. Who will pay these duties? Are not the poor villagers, the cultivators to pay the bulk of them? Again, the minimum rate on bonds is raised from 2 to 4 annas. Any man can easily pay 4 annas says an Hon'ble member. Yes, to the members of the Supreme Council a difference of 2 as is no doubt but a particle of dust. But are they aware that it frequently happens in Muffussil villages, nay even in towns, that a man is compelled to sell his lota, perhaps the last item of his moveable property, to pay a debt of a few annas?

The Court Fe s in Small Cause Courts are increased. This increase will press heavily on the poorer classes, chiefly the cultivators, as it is the cultivators who from necessity habitually borrow money. The fees will at first be paid by the money-lending plaintiffs, but they will be added to the liabilities of the poor borrower. Where is then the sympathy which Government professes for him? The reason assigned by the Hon'ble Member is flimsy. Small Cause Courts are costly to Government, but the policy of their institution was to save the poorer classes from trouble. That is what Sir J. P. Grant said and sincerely said. Then again Small Cause Courts decide cases in a summary way and these decisions are final. This is owing to the simple character of the cases. But this form of final decision is not without some risk to the suitors Often they have to be content with wrong decisions. Setting against the advantage of speedy decision this disadvantage of risk, the Small Cause Court suitors are not better off than their fellows in ordinary Civil Courts.

As regards the extension of the Receipt Stamp duty to amounts of 10 Rs. and upwards. This has been disposed of as a trifling change. To us, however, the change appears to be very great. It will embrace most of the payment of rent paid by the Ryots. The instalments of rent they pay range generally between 10 and 20 Rs. By the law this duty is payable by the landlord. But as a matter of fact it will be paid by the tenant. The most oppressive and absurd provision in the Bill is that for compelling the granting of receipts in every instance. This will occasion a most vexatious inquisitorial process and that to little advantage. A man in the dead of night or in his secluded residence pays a debt of 10 Rs. to his friend, and does not want a receipt. How is the law to compel him? Why should the law compel him? This is one of the strangest provisions of law that India has ever seen. The receipt duty is a tax on account of the security of the payer against the payee. When the payer does not want it, why the tax-collector should compel him to pay for it is beyond all our understanding.

We have noticed the chief objectionable features of the Bill and have not entered into details. We hope, however, the Council will recast the Bill, expunging all the objectional provisions from it, before it proceeds to pass it into Law.

———ooo———

THE ENGLISH PUBLIC ON THE FAMINE.

No one can doubt that at the present time when a terrible calamity has fallen upon millions of the Indian people a remarkable change has come over the attitude which England ordinarily assumes towards India. At no previous time, except, perhaps in the days of the Sepoy war, did India occupy so great a share of public attention in England. Famine meetings are being held not only in large cities, but even in Muffsil towns, and the whole United Kingdom is ringing with the cries of sympathy for the suffering millions of India. One need however feel no wonder at it. The English nation is both rich and powerful, and wealth and power are the two principal elements which keep our generous feelings alive. But another cause, more potent than all, is at work. Large English interests are seriously threatened by these famines.

England owes almost all her prosperity to India. It is India which has made the English nation the richest in the world and Britain one of the first-rate powers in Europe India buys yearly 25,000,000 Rupees worth of her manufactures and supplies her yearly with 300,000,000 rupees worth of produce on the most favorable terms. Were England deprived of her Indian Empire, she would at once sink to the rank of a third-rate power. The rule of it is the one remaining sign that the English nation is great and powerful. It is the brightest jewel in the crown of British Empire, and must always be the proof that the power which holds it is the great power of the world.

Such a possession threatens to slip out of the hands of the English nation, for if every three or four years India has to bear the enormous outlay which these famines throw upon her, England cannot afford to keep her. The English public have been made fully cognizant of this terrible fact, and no wonder that the anxiety of the whole nation has been aroused. Thirty years ago the English nation saw the grim face of a famine at their own doors, but the Irish famine was an exceptional occurrence. There have been, however, no less than fourteen famines in India during the present century, and, in spite of all that the English rule has done to increase the wealth and add to the prosperity of the country, the significant and startling fact remains that famines here, instead of diminishing, appear to become more and more frequent and to increase in intensity. Within the last ten years India has been visited by no less than four famines. In 1866 the famine in Orissa swept away a million of their fellow-creatures. In 1869 another famine occurred in the Northern India. In 1874 the famine in Behar cost the enormous sum of $8\frac{1}{2}$ croes. Last year there was a dire and wide-spread famine in Bombay, and this year there is a famine in Madras and some other parts of India, which is perhaps the severest of its kind and is likely to involve a a sacrifice of treasury which will well nigh bring about a national bankruptcy. These facts, terrible and disagreeable though they be, are brought home to the English public by Fawcett and other great English orators, and no wonder that the whole British nation is up and doing all it can to avert the further progress of the calamity.

The question naturally comes, "Can nothing be done either to prevent the recurrence of these famines, or to provide before hand remedies which if they should occur, will mitigate their intensity?" That is the uppermost thought which is now agitating the minds of the English public. Unfortunately, they are suggesting measures for the prevention of famines which is so far wide of the mark that the adoption of them will not very materially change the state of affairs.

The prevailing notion is that it is the want of water which causes famine, and therefore among the suggestions offered for the prevention of famine in India, a great many consist in the recommendation that the Government should construct more irrigation works. "Store water, and there need be no more years of famine." writes Lord Mark Kerr to an English contemporary. Mr. Bright says in Manchester that "if thirty millions had been spent on canals, none of the famines which, during the last few years, have swept away, or are sweeping away, millions of the population would have occurred." Colonel Rainsford Jackson observes at a meeting at Blackburn that, "during the last five years, and including the year which is to come, the Indian exchequer will have spent 25,000,000*l* in consequence of famine in India, and that an equal sum, had it been spent upon irrigation works, would have prevented, or rendered insignificant, the famine now raging in Southern India." The speaker went on to say: "The 17,000,000 *l*. already spent in irrigation works in India have returned at least seven per cent." This statement is however incorrect. The irrigation works, constructed by British Government in India, far from having yielded anything like seven per cent, have failed to earn enough even to defray the interest on their capital outlay, and have entailed losses, which on the 31st March, 1876, amounted to Rs. 34,971,870. The annual loss on those works which now amounts to about Rs. 4,000,00 , has to be made good by taxation or loans, while the irrigation afforded is insignificant in comparison with the cost and is moreover counterbalanced by the serious evils which the works have inflicted on the population. Irrigation is no doubt a good thing in its own way, but it can not be panacea for all the economic ills this country is heir to. Irrigation existed in Behar and yet there was a famine in 1874. It still exists there and Behar was threatened with another famine this year.

Another section of the English public proposes for a grant from the British Exchequer for the Indian famine. This proposal is the result of the many speeches at the Relief Meetings which have been held in England during the past two or three months. It was first distinctly brought forward in Scotland. The Lord Provost of Glasgow, while urging the claims of the famine-stricken population of Southern India on his fellow citizens, deplored the inadequacy of private efforts to deal with the calamity. He proposed that, in addition to such efforts, the English Government should lay on an extra penny or two pence on the Income-tax, and devote the proceeds to the Indian famine. An extra two pence on the Income-tax means between three and four crores of rupees. The same idea was taken up by the Lord Provost and Magistrates of Edinburgh. Another important town in Scotland, the seaport of Greenock, while raising a subscription, addressed a formal representation to the Prime Minister on the question. Other great provincial centres, both in England and Scotland, have expressed the same view. They urge that the latest important precedent in favor of such a course is the grant to Ireland during the Irish famine. The amount of this assistance may be stated in round figures at not less than eight crores. But the population then affected did not exceed five millions; the population now affected is certainly not under twenty millions. The intensity of the famine, whether estimated by the increase in the price of food, or by the mortality, or by the prolonged duration of the dearth, is greater in Southern India this year than it was in Ireland. If, therefore, England desires to show a liberality to India equal to what it displayed towards Ireland, the grant should not be less than at least fifteen croes of rupees.

We do not expect such a large grant, although we pay almost that amount annually to the Secretary of State who resides in England and spends that sum more for the benefit of his own country than that of India. But suppose that England in the plenitude of her wealth and generousity may make a gift of that sum. Well, we shall no doubt accept it most thankfully, but the utmost help it can afford us is to save us from the cost of one famine only. But the condition of India is such that any year a famine may occur such as that which is now taxing the resources of India to the uttermost. So the grant of a few millions from the English revenues, though might save us a new and vexatious tax, is no insurance against future famines. And then the grant is likely to be coupled with conditions involving a great and sudden increase in the expenditure on public works, and so the generousity of England might be very disasterous to the Indian tax-payer.

The real cause of the famine is neither the want of water nor the loss of productive powers in the land but something quite different. It is the costly system of English Government which brings about these famines. We have said this over and over again in these columns, and it affords us much gratification to find that Mr. Fawcett also takes the same view of the matter. We quite agree with him that if the English people can make the British Government in India more economic, they will render this unfortunate country a service far greater and far more lasting than would be conferred by a liberal grant from the English treasury. And Mr. Fawcett shews that it is quite possible that they can render us such a service. The Secretary of State for India is supreme in the administration of Indian finance. He derives his authority from Parliament, for he is a member of a Government whose existence can at any moment be terminated by a hostile Parliamentary vote. The Government reflects the wishes of the House of Commons, and the House of Commons, again, reflects the wishes of the people it represents. So if the English pubiic continue to take the same keen and active interest in India, which they are taking now, it is sure to make itself felt in the House of Commous, and may be turned to the utmost possible advantage. By insisting upon a policy of rigid economy in the administration of her finances, Parliament will confer no ordinary benefit upon India, but will root out the greatest scourge that has been afflicting the country since it has come into the hands of the English and thus render British Government a real blessing to the country.

———ooo———

SCRA[...]MENTS.

The Rus[...]rns of the killed, wounded and [...]e beginning of the war up to the [...]ber, give a total of 47,406.

News from Pekin, pa[...]y by telegraph, dated 13th October, states that the Chinese troops on the Kashgar frontier sustained a heavy defeat about the 13th September, and the position of the whole Chinese army in those parts was considered to be critical. So the Mussalman arms are being crowned with success everywhere.

An official statement of the Italian Navy on the 1st July 1877 has been published at Rome. The statement shows that Italy now possesses fourteen iron-clad frigates, one monitor, two iron-clad corvettes, three wooden frigates, two screw corvettes, four paddle-wheel corvettes, six screw transports, five gun boats, three screw avisos, six paddle-wheel avisos, six screw tugs, four paddle-wheel tugs, and one torpedo vessel.

"Orders have at last been issued," writes a contemporary, "for the march of the 32nd Pioneers to Quettah. One wing is to open out the road, and the other to escort heavy guns and munitions of war. Three 24-pounders and one 8 inch howitzer, to be worked by a detachment of 20 gunners from the Kohat Garrison Battery, are to be sent to the Fort at Quettah, in pursuance of the original programme." Is then a Frontier war inevitable?

The meeting of Prince Bismark and Count Andrassy at Salzburg appears to be exciting much speculation all over the Continent. Count Muster has arrived at Salzburg from London, and as he visited Lord Derby just before his departure, it is imagined that he has gone to lay before his chief and the Austro-Hungarian Chancellor the English Foreign Minister's views on mediation between Russia and Turkey. Rumours are in circulation that Prince Gortschakoff had sought the mediation of Austria and Germany to obtain an armistice, but a telegram from St. Pertersburg declares the news to be groundless.

The other day, a Mahomedan presented a petition in Arabic to the Cantonment Magistrate of Mooltan, praying that "the lock and key of the English Raj in India should be handed to him," as he said the time had arrived when it was no longer the wish and pleasure of the Almighty to permit the English to rule India. He said he had written the petition under inspiration. The Magistrate enquired whether the man was in his senses; and the petitioner replied, he was, and wanted to enter at once into the proof of his sanity by showing that he could read, write, eat and drink. He was given into custody, and his case was to come on for hearing after he had been examined by the Civil Surgeon.

The *Madras Mail* thus comments on the contribution of the Queen to the Madras Famine Fund:—

The rather paltry £500 that the Queen has contributed to the Madras Famine Relief Fund represents about the income that Her Majesty now derives once a week from the Neild bequest of £250,000. Mr. J. C. Neild was a madman who died in 1852. He had relatives in Madras, yet he bequeathed all his personal property to the Queen for her own private use and benefit. His Madras relatives begged the Queen to forego the legacy, but Her Majesty declined to do anything of the sort. With the interest that has accrued at only 5 per cent, the Neild bequest now represents £500,000.

There is we hope much exaggeration in the above, for it betrays a pettiness of feeling in the Queen which is hardly compatible with the character of such a high personage.

Before Plevna the Russians have still failed to accomplish anything, and failed also to prevent Chefket Pasha from relieving Osman Pasha between Plevna and Orchanie. It follows that the investment of Plevna is at an end, and that the attempt to reduce the place by exhaustion of provisions and ammunition must be abandoned. These, as well as reinforcements, are being steadily introduced into the place by the road which Chefket Pasha commands. While Osman and his force are thus impregnable, and Suleiman Pasha continues to bar the passage of the Balkans, though the Shipka Pass is still in Russian hands, the Turks in the Dobrudscha are commencing to assume the offensive, and are endeavouring to break the Russian Line of communications. Thus the check which the Cesarewitch succeeded last week in administering to Mehemet Ali is the only bright spot in the prospect for the armies of the Czar.

About Mehemet Ali Pasha, says an English Paper:—

The actual, although not the titular, generalissimo of the Turkish forces in Bulgaria is a German, but not, as seems to be very generally assumed, a German officer. All the training that he owes to his native country was received at a grammer school in a provincial town; his military education must be placed to the credit of the Ottoman State Acadmy at Constantinople. The fact that both Strecker Pasha and Blum Pasha, who are not only Germans but German officers, occupy important posts under his command, is a merely accidental circumstance, and is not to be attributed to Mehemet Ali's partiality towards his fellow-countrymen. In truth, he is not accustomed to consort much with Germans, but on the [...] country is [...] supposed [...] some unexplained reason, it is generally found that renegades—Christians that is—who like Mehemet Ali, have made themselves Mahometans, are separated by a great gulf from Europeans who continue in the profession of their original faith, Suleiman Pasha, the well-known Colonel French in Napoleon's army, who changed his religion and entered the Egyptian service was an example of this seclusion; for which it is difficult to account, for the reproach of religious bigotry is the last which could justly be addressed to European society in the East. As regards Mehemet Ali himself—in whose case the aversion seems to be reciprocal—there are, it is said, passages in his early career at Constantinople over which his friends would gladly draw a veil; and stories are told of connections, which he then formed which may have been highly conducive to his advancement in the Turkish service, but which could not fail to discredit him in the eyes of those who are accustomed to be ruled in their judgments by the Western standards of usage and morality.

The same paper has the following on the rumoured peace between Turkey and Russia:—

All talk of mediation has dropped for the present. Neither side, obviously, is disposed to listen to reason. The Turks are less likely now than ever to submit to dictation, and the Russians are mad to regain their prestige. A series of Russian successes would no doubt be the surest precursor of peace; but after the surprises of this compaign, nothing of the kind can be confidently expected. Meanwhile, the comparative strength of the opponents and their respective capabilities for continuing the campaign are much discussed. No doubt wars depend directly upon population, and of two nations pitted against each other, that with the largest area of square miles and most inhabitains must win in the end. But although the Russians outnumber the Tuks as four to one, Russia's eigty millions of people are not homogeneous, and many are a source of weakness rather than strength. New provinces recently added, and ancient races in subjection, call for garrisons that can ill be spared, and do not send recruits into the fighting line. The Turks may not number more than sixteen millions, but these are presumably actuated by one spirit and one patriotism. Behind them, moreover, are other co-religionists who may be disposed to throw their weight into the scale, if the existence of the Mahometans in Europe is really imperilled

The last *Home News* thus speaks of the dismissal of Mehemet Ali:—

On the Turkish side popular clamour has made another victim of Mehemet Ali, who has been found guilty, like his predecessor, Abdul Kerim, of want of success, and superseded in his command by Suleiman Pasha. If Mehemet Ali's error has been over-caution, his successor, the hero of the sanguinary and inexplicable struggles in the Shipka Pass, is more likely to fall into the other extreme. That he will venture soon on some bold enterprise against the Csarewitch is nearly certain, but he will be late in the day. Numerical inferiority was the probable cause of Mehemet Ali's retreat, and by this time the disproportion has been considerably increased. Suleiman Pasha, again, vigorous and determined though he be, will find it difficult to overcome that want of mobility which from the first has been a principal defect in the Turkish armies. It was this which prevented Osman Pasha from following up his first victory at Plevna, and no doubt Mehemet Ali was hampered by the same cause. The Sultan, while he thus marks his disapproval of one commander, has honoured the two who have been most successful with the title of Ghazi, or Champion of the Faith, and as Ghazi Osman and Ghazi Mukhtar those generals will in future be known.

The gradual extinction of the American Indians as a people when brought into antagonism with a more powerful race will probably at no very distant date have its parallel in the tract of country known as the Naga Hills. The Kutcha Naga country is known to be the finest in the hills, with large forests of pine and oak, and yielding a rice-crop greatly in excess of the wants of the people. And yet the population, from one cause and another, is rapidly dwindling down.

The *Civil and Military Gazette's* London correspondent writes:—"A rumour prevails that the Duke of Connaught, will go to India in command of the Carabineers. I greatly doubt the truth of this *on dit*, but if true, that gallant regiment is to be congratulated, as it will be sure to get the best stations. The Duke and Duchess of Edinburgh are to meet at Malta before long. No one knows, perhaps no one cares, when that rather imperious lady will return to England. Somehow or other, we manage to get on pretty comfortably without either her or her husband. What a heap of money they must be saving! The Duke's expenditure on board ship is said to be modest in the extreme, and as the Duchess lives with her relations, she cannot spend much. They will be as rich as the Queen before many years elapse."

Marshal MacMahon, President of the Republic has issued the following manifesto to the French people:—

"Frenchmen,—You are about to be called upon to nominate your representative to the Chamber of Deputies, I do not assume to exercise any pressure upon your choice. but I feel bound to dispel any doubt upon what you are about to do. what I have done is this:— For the last four years I have maintained peace, and the personal confidence with which I am honoured by foreign sovereigns, enables me daily to render our relations with all Powers more cordial. At home, public order has never been disturbed for a moment, owing to the policy of concord which brought around me men devoted before all things to their country. Public prosperity, momentarily arrested by our misfortune, has recovered its elasticity, the genral wealth has increased, notwithstanding the heavy burdens borne by the people; the national credit has been strengthened; and France peaceable and confident at the same time, sees her army, always worthy of her, reconstituted upon new basis. These great results were, however threatened with danger. The Chamber of Deputies, daily throwing off the leadership of moderate men, and more and more dominated by the avowed leaders of the Radical party, at length forgot the share of authority which belonged to me, and which I could not allow to be diminished before you and before history. Contesting at the same time my rightful influence in the Senate, the Chamber of Deputies aimed at nothing less than substituting for the necessary equilibrium of the public powers established by the Constitution the despotism of a new Convention. Hesitation was no longer permissible. Exercising my constitutional right, and in conformity with the opinion of the Senate, I dissolved the Chamber of Deputies. It is now for you to speak. They tell you that I seek to overthrow the Republic, but you will not believe it. The Constitution is entrusted to my guardianship, and I will make it respected. What I look for from you is the election of a Chamber which, raising itself above party rivalries, should occupy itself before all things with the country's affairs. At the last elections an abuse was made of my name. Among those who then proclaimed themselves my friends may have not ceased to oppose me. People still speak to you of their devotion to my person, and assert that they only attack my Ministers. Do not be duped by this artifice. To frustrate it my Government will designate among the candidates those who alone are authorized to make use of my name. You will maturely consider the bearing of your votes. Elections favourable to my policy will facilitate the regular conduct of the existing Government. They will affirm the principal of authority sapped by demagogy, and will assure order and peace. Hostile elections would aggravate the conflict between the public powers, as well as impede the course of business and maintain agitation, and France, in the midst of these fresh complications, would become for Europe an object of distrust. As for myself, my duty would increase with the danger. I could not obey the mandates of the demagogues; I could neither become the instrument of Radicalism nor abandon the post in which the Constitution has placed me. I shall remain to defend Conservative interest with the support of the Senate, and shall energetically protect the faithful public servants who at a difficult moment have not allowed themselves to be intimidated by vain threats.

"Frenchmen,—I await with full confidence the manifestation of your sentiments. After so many trials France desires stability, order, and peace; and with God's help, we will secure to the country these benefits. You will listen to the words of a soldier who serves no party and no revolutionary or retrograde passion, and who is guided by nothing but love for his country."

The *Englishman*, Oct. 16, thus disposes of the Russian Emperor and his army by a dash of his pen:—

But, in connection with the present position of the Russian armies, we may for a moment endeavour to ascertain where less than six months of war has landed her. She has lost, by sickness and wounds, at least 200,000 men; she has in Asia, including the forces in Armenia, the Caucasus, and Turkestan, 150,000 men; in Europe, facing the Turks in Bulgaria, garrisoning the ports of the Black Sea, and holding Roumania, she has another 250,000 men; in Poland and St. Petersburg there are still 80,000 troops; and another 150,000 men must be added for the garrisons of Russian proper, Siberia, and the Amur. If, now, we add these together, we shall find that the Czar has actually called under arms 830,000 men, and that he has lost quite one-fourth of this enormous force. If every available man in Russia be called out, the Czar might rank under the flag about 1,250,000 men. But this leaves him only 420,000 available to continue the war, and he cannot reckon upon such a number; for defeat will produce disaffection and so require larger home garrisons, and larger armies in Poland, the Caucasus, and Turkestan. Setting this down at 120,000 men, there are only 300,00 left to feed two such theatres of war as Bulgaria and Armenia. This, too, is at the very beginning of winter. The conclusions we arrjve at are, that Russia cannot accomplish with her reserves what she has failed to do with her first line; that she is not in a position to supply the enormous losses of the campaign; and that the Czar must seek the good offices of the Powers, if he wishes to preserve the chance of keeping the crown in his family.

The Russian army however appears to still exist in spite of *Englishman's* spirited writing.

Maharajah Sindia is making large preparations to receive the Viceroy at Gwalior. It is said that Sir Frederick Haines, the Commander-in-Chief, accompanies the Viceroy to Gwalior, and inspects the troops of the Maharajah. We hope His Highness will not meet the same fate as he did some years ago, while unsuspectingly showing the manœuvres of his miniature army, at Gwalior, to Sir Hugh Rose, the then Comander-in-Chief of the Indian Army.

We hear that the Persian Consul-General at Bombay has recently visited Mandalay, and has concluded on behalf of the Shah of Persia, a treaty of amity between Persia and Burmah. The following are the articles of the treaty.

(1) Friendship between two countries. (2) Subjects of both countries to be treated as if they were the respective subjects of each. (3) Traders in either country to pay usual duties on goods. (4) Subjects of both countries to be amedable to the laws of the country in which they reside. (5) Mutual appointment of consuls. (6) Treaty to be ratified within one year, and to be in force for ten years.

If Sir P. Colquohon is to be believed Osman-Pasha is neither an American nor a Frenchman but a veritable Mahomedan. Sir P. writes to the *Tiemes*:—

He (Osman Pasha) is a native of Armassia, in Asia Minor born in 1832-3, and educated in the Military School of Constantinople. He has never been in Europe, except European Turkey, but speaks a little French. He is tall, of spare figure, and somewhat delicate in health, active and intelligent, and attentive to his duties. He inquires personally into every detail of his army and its tactics, directing the mode in which they are to be executed. He possesses urbane and agreeable manners, and is a favourite with his friends and intimate acquaintances. This is the authentic account of this able General, incontrovertible even by Mr. Gladstone's days experience on Turkish soil."

A respectable correspondent writes us to say that he has heard from a reliable party that Osman Pasha is no other than great Nana Shaheb with a Turkish cap on his head.

The Government of India is said to have sanctioned a dower of Rs. 10,000 for the daughter of Price Jehan Bukht, now married to Hassan, the Panthay Prince. A house, too, will be given them in Rangoon.

[illegible] of men, several [illegible] fell into the hands of women. It appears that the men have not rescued them, so that a vast number of men are to-day entirely supported by the hard labor of women.

From a Blue-book just issued, it appears that the Queen receives annually from the Civil List £385,000, being at the rate of £1,000 per day, with £20,000 over. This income is apportioned by Act of Parliament as follows:—Privy purse, £60,000; salaries of household and retired allowances, £131,000; expenses of household, £172,000, Royal bounty sums and special services; £13,200; unappropriated, £8,040.

A Ragoon Paper publishes a rather romantic story from Preme. It seems a young Burman lady, the daughter of a Thoogyee, had two lovers, one old and wealthy, the other young but poor. Eventually, at her parent's desire, the damsel married the old man. Soon after she was seized with cholera, and was supposed to be dead, and removed to the graveyard. The young lover, wishing to have a last glance at his beloved, visited the brutial ground, and noticing, as he thought, some signs of life, had the lady conveyed to his house, where she recovered. The question as to who has the best right to her now is to be referred to the Courts.

In addition to the £385,000 which the Queen annually receives from the nation the Duchy of Lancaster brings her in £40,000 a year, and her private investments not less than £200,000 It is said that when South Kensinton was chosen as the site for the Great Exhibition, the Prince Consort purchased a quantity of land in that vicinity which has proved a lucrative speculation. The Queen herself is not wanting in business-like tact, and seldom overlooks a good investment.

Newspaper proprietors and printers in general should be interested in the fact that cheap printing inks have been invented in France which, it is said, are manufactured from the residue of gasworks, from tar, heavy oils, &c. These substances can be very easily mixed with lamp black or any other colouring powder. The inks thus derived possess many advantages, among others that they do not penetrate into the pores of the paper very rapidly, and do not easily blot. The component parts are generally—tar, ten parts; lamp-black, thirty-six parts; Prussian blue, ten parts; glycerine, ten parts.

The *World* laments that love of country is a feeling whose hold upon the English character has long been diminishing, and at the present moment it is probably less of an active force in that country than in other quarter of the globe. It thus accounts for this want of patriotism in the Englishman of the present age:—

The vastness of the English Empire is partly responsible for this. The extent of our Indian and our colonial possessions; the opportunities of wealth and adventure which they present; the careers which they annually give two thousands of young Englishmen to whom England itself is no land to live in; the rivalry, open or suppressed, that has sprung up between Englishmen at home and Englishmen abroad,—each of these things, it may be urged, points to a relaxation of that intensity of patriotic enthusiasm which has hitherto been regarded as pre-eminently an English quality. In proportion as the area of its extension has grown its depth has diminished, till at last it is like the gold-leaf, beaten out to such a degree that its substance has almost disappeared. The Englishman indeed loves the land of his ancestors, clings to their prejudices, and when he is a compulsory dweller in a strange country knows too well how bitter are the pangs of home-sickness. But it is a question whether, save in a few instances of very exceptional enthusiasm, English patriotism is at all comparable in fervour and reality with the patriotism of the Frenchman, the German, the American.

Further on it says:—

It is a cynical age, and the moral precepts of cynicism can scarcely be expected not to exercise some political influence. Does it ever occur to the hundreds and thousands of Englishmen, who at this season are travelling abroad that the continental excursion may be instrumental in transmitting to their children a distinctly diminished devotion to their native land? Physical objects are the most sure and essential links in the chain of moral and mental association. The absentee landlord is seldom the idol of his peasantry. The nobleman who, having lived in Italy most of his life returns with no affection for England, is well known in fiction. The generation which is now growing up is being taught that it is the duty of Englishmen to know the beauties of lands except the incomparable beauties of their own,—that England is a country in which property is to be held or capital invested, but that it is not a country with which, with the exception of the West-end of London, Cowes, Melton, the Scotch moors, and a few other such places, it is desirable to have much to do. While this is taking place at one extremity of the social system, an analogous process is going on at the other. Among the working classes, the conviction is very surely becoming established that, if they would be well-to-do, England is not for them. Between a cosmopolitan and cynical aristocracy and a secretly disaffected proletariate there is a great gulf springing up, and that gulf threatens to absorb the chief elements of English patriotism.

A hundred years ago England was perhaps the most aggressive country in the world. Now she preaches universal peace and good will, but she has outraged Nature by depriving independent nations of their liberty, and no one can outrage Nature with impunity. England has violated the sacred laws of Nature when she has reduced some great nations to subjection and the inevitable results of the commission of such an outrageous act are now seen in the loss of patriotism and bravery in her children and the gradual decline of the once boasted greatness of England.

[illegible] numerical strength of the component portions, of the Russian army, we give the statistics furnished by the latest authorities:—

Each Russian division of Infantry contains four regiments of three battalions. The war strength of the battalion is 900 rank and file. The battalion consists of four companies and one Rifle company; and the establishment of the Infantry regiment on a war footing is 76 officers, 270 non-commissioned officers, 70 musicians, 2,700 rank and file, 5 clerks, 154 train, 41 waggons, and 174 horses. Each division of Cavalry of the Lineconsists of two brigades, each brigade of two regiments. A regiment has four squadrons in the field, and its establishment is 33 officers, 64 no-commissioned officers, 17 trumpeters, 512 rank and file, 120 dismounted men, 5 clerks, 135 train, 13 waggons, 55 draught horses, and 593 troop horses. The establishment of the Cossacks regiments is 21 officers, 86 non-commissioned officers, 19 trumpeters, 685 rank and file, 1 clerk, 41 train 75 draught or pack horses, and 8[illegible]2 troop horses. The Russian field battery consists of eight guns. The Artillery is organized in brigades, each brigade consisting of three heavy or 9 pounder batteries and three light or 4 pounder batteries. The 9 pounder gun throws a projectile of weight of 24lbs., the 4 pounder one of 12lbs., roughly estimated. One brigade of Field Artillery is attached to each division of Infantry. Two Horse Artillery batteries are attached to each Cavalry division.

How the present Sulan spends his time is thus described by a Manchester paper:—

A salary of £2,000 a-day will appear to those who have but few wants a nice competency. That is the daily wage of Abdul Hamid, the present Sultan of Turkey, and no Sovereign alive earns his money harder. He gives personal audience to every one that applies for it, whenever it is possible; when not, his first adjutant gives audience for him. He leaves his apartment betimes, and bathes the prison of his soul in tepid water, after which he stretches himself full length upon a carpet and breathes a silent morning prayer. He then drinks a cup of chocolate' and proceeds immediately after to the affairs of the State. Despatches are received and sent, reports examined and approved of, expenses consented to, decorations granted, ministers and ambassadors received, and that goes on for several hours. Towards noon a second carpet is spread at the feet of the Ruler of the Faithful, whereon he prays again, and then takes his second break-fast. After that he goes out for a ride or drive, and when he returns he is at the disposal of his family and the inhabitants of the palace. He gives audience to his brothers and sisters, listens to the report of the house-hold officers, confers with the chief of the eunuchs on all sorts of delicate subjects, and gives him his orders. The chief of the eunuchs rank next after the Grand Vizier, and whenever a despatch containing good news from the seat of war comes in it is he that is charged to read it to the ladies confided to his watchful care. The Imaum, or chaplain of the palace. also comes in the evening, and the Sultan prays or reads some pious book with him. Three times in the week the Sultan takes lessons on the piano from a French teacher, M. Paul Butsap. that is, he listens to his teacher playing a few *morceaux*, but never plays a single scale himself. Later in the evening he despatches more State business, and then an hour before midnight, accompanied only by the chief of the eunuchs, he retires to the mysterious recesses of the harem.

So it is literally true that the Sultan eats his bread by the sweat of his brow.

The following is the telegraphic summary of the week:—

London October 11.

A Russian official despatch states that in consequence of the operations on the 2nd and 3rd instant and the Russians having occupied new positions Ahmed Mukhtar on the night of the 9th abandoned his positions including Kizillepe; and that the enemy were being actively pursued by the Russians who had advanced their positions.

Torrents of rain are falling in Bulgaria and the Danube is rising.

London, October 11.

Chefket Pacha has effected a junction with Osman Pacha and has brought a fresh convoy, provisions and munitions of war. The valley of the Vid has been cleared of Russians. Suleiman Pacha has established his Head-Quarters at Kadikoi, where there are large masses of troops. A reconnoitring party from Rustchuk found the Russian troops stationed at Pÿrgos.

London, October 12.

Ahmed Muktar Pasha states that on 9th the Russians attacked him whilst concentrating troops at Aladchad. Five hours' indecisive fighting ensued. At nightfall the Russians retreated, with a loss of 1,200.

London, October 13th.

The *Daily News*' correspondent at the Head-Quarters of the Czarewitch sends the following description of the deplorable condition of the Russian troops:—Weeks of continuous rainy weather have converted the Camp into a lake of mud, and rendered the roads impassable except between Biela and Rustchuk. The troops are wholly unprepared for a winter season, having lost their great-coats and tents in the retreat from the Lom, which have not been replaced.

London, October 15.

A despatch from Reouf Pacha, under date the 11th instant, states that the weather has cleared up, and having reconnoitred, found the enemy in new entrenched positions with the artillery musketry firing resumed. Ahmed Mukhtar Pacha on the 11th instant, had an exchange of cannon shots with movements of visible enemies on right and left wings. The bridge at Nikopolis has been carried away. The attempt by the Turks to cross the river at Kalarasch has been frustrated.

London Oct. 15.

Russians bombarding Sulina, population have fled. Fine weather in Bulgaria. Suleiman Pacha is reconnoitring. Chefket Pacha has defeated a foraging party of Russians and captured 20,000 sheep and 500 cattle.

A Russian official lespatch states that Ahmed Mukhtar Pacha attacked the Russian positions at Yaghni, but was repulsed after severe fighting.

London, October 17.

A Russian official despatch states that the Russians on the 15th gained a complete victory over Ahmed Muktar Pasha at Aladjadagh and took many guns and prisoners. The Turks were driven from Kars road. A Turkish official despatch states that Ahmed Muktar fought a great battle on the 15th. At the moment of writing the Russians were retreacting; th full result of the battle is wanting.

Bombay, October 17.

A Russian official despatch dated 16th states that the Russians captured the heights of Orlok on the 14th compelling the defenders to retreat towards Kars and turning the Turkish army. The Russians attacked on 15th Ahmed [illegible] as thus cutting [illegible]kish army in t[illegible] Turkish army which retreated towa[illegible]nd completely defeated with enormou[illegible]ded prisoners. The other part with [illegible]Aladjadagh were surrounded after severe [illegible]ed to surrender. Loss seven Pachas, 32 gu[illegible]ense amount of war materials were captured. [illegible]khtar Pasha fled to Kars.

London, October 18.

Despatches from Ahmed Muktar Pasha mostly confirm the Russian official accounts of the battles on the 14th and and 15th. The Turkish loss is given at 800, whilst 1½ regiments of Russian Cavalry and four battalions of Infantry have been completely destroyed.

London, Oct. 18.

Ahmed Mukhtar Pasha explains that his defeat was owing to the enemy having received powerful reinforcements and a superior number of guns, and to the Turks having lost superior officers in recent battles. He retreated to Kars with a portion of his forces.

Reouf Pacha announces three feet of snow in the Schipka Pass.Ślieman's recomnaisance shews that the roads are still unfit for the movements.

London, 19th October.

Suleiman Pacha is still reconnoitring. Heavy cannonade is going on in the Schipka Pass.

London, October 20.

The Russians have resumed the bombardment of Plevna and an assault on the Turkish positions is considered imminent.

Advices from Armenia state Ismail Pacha is evacuating province of Erivan.

London, Oct. 21.

A Turkish official despatch denies that Rachid Pacha capitulated after the battle of 15th instant; but states that he occupies a strong position at Hassantepe, with Ahmed Mukhtar Pacha near Aladjadagh.

London, Oct. 22.

A Russian official despatch states that the Russian loss at Aladjadagh on the 15th was 1,431. The Russian troops have arrived before Kars, and summoned the garrison to surrender. Russian troops are also marching towards Erzeroum. Tergukasov repulsed the attack by Ismail Pacha is retreating. The Roumanian loss in the attacks on the Grivitza redoubt is put down at 900. Porte sending reinforcements to Trebizonde. The insurrectionary movement against Russian rule is spreading in the province of Daghestan.

London, Oct. 23.

Suleiman has been inspecting Rustchuck and fallen back on Rasgrad with the main body of the army. Daring reconnaissance by Russian troops from Medjidie has been made. They approached Bazardjik and Silistria.

London, Gotober, 24.

A despatch from Chevket Pacha at Orchanie states the Russian Cavalry scouring the country west of Plevna, and heavy skirmishing going on, Reouf Pacha states the Russians are heavily bombarding the Turkish positions; and Schipka Pass; Suleiman advices that the Russians attacked Karahassan but were defeated and compelled to fall back.

London, October 25.

A vigorous attack on Fort Tahmez at Kars made by the Russians has been repulsed. Russian troops have arrived at Soghanli. Ismail Pacha on the 23rd was at Zeidikan, and joins Ahmed Muktar at Zewin. General Tergukassow is following Ismail Pacha.

London, October, 25.

Ghazi Ahmed Mukhtar has been reinforced, and is strongly renched at Zewin.

The Turks are vigorously bombarding the Russian positions in the Schipka Pass, and have silenced the Russian batteries.

London, Oct 26.

Prince Hussan with Egyptian expeditionary force Garrison Varna.

The Russian official despatch states that after ten hours continuous fighting on the 24th Gourko captured Duknik on road Sophia; four guns, Pacha chief of Turkish staff, many officers, 3,000 Infantry, and Cavalry regiment taken prisoners. Gourko entrenching himself there. Russian loss was heavy.

London, Oct. 26.

Ghazi Ahmed Mukhtar announces that on the 23rd he attacked and defeated the Russians near Bezinkoi. Suleiman Pacha reports that the Russians attacked the outworks of Rustchak and the projectiles entered the town. Russians were defeated and compelled to fall back to their entrenchments at Pygros. The Russians attacked the Turkish right wing at Kadikoi slso left wing but after partial success were defeated and compelled to fall back. Russian loss 800. Russians made a demonstration against Eskidjuma.

London, 28th October.

SuleiMan pacha under date 26th reports a skirmish with the enemy at Mansourkoi.

The loss sustained by the Russians in the battle at Dubnik on the 24th was 2,500 men.

The Grand Duke Nicholas on the 25th inspected the positions taken up by General Gourko at Dubnik

It is reported that the Russian advanced guard has arrived near Silistria.

London, 29th October.

St. Petersburgh papers State that negotiation for the capitulation of Kars have commenced, and that on the 25th an emissary from the Kars garrison came into the Russian camp for the purpose of opening up negotiations.

A Turkish official despatch confirms the junction of Ismail and Muktar's forces, and further states that they hold a strong position at Koprikci, where they await the advance of the Russians.

London 30 th October

The French Ministry have tendered their resigntion, in order to leave Earshal MacMahon free.

The Russians have captured Teliche on the road to Orchanie; the capture included seven Companies of Turkish infantry, one Pacha, several officers, and three guns behiend Orchanie.

Ghazi Ahmed Muktar telegraphs, under date of 27th instant, that the Russians are encamped at Azad, only three hours distance from his entrenched position.

☞ *Printed and published by C. N. Roy No. 2 Ananda Chatterjee's Lane, Bagbazar, Calcutta,*

—এত দিন পরে ওসমান পাশা নাকি ধরা [illegible]। ইহার বাটী আশিয়া মাইনরের মধ্যে আর্মেনিয়া নামক স্থা[illegible]। ইহার জন্ম ১৮৩৩ খৃঃ অব্দে হয় এবং ইনি কনেষ্টেণ্টিনোপোলের সৈনিক বিদ্যালয়ে যুদ্ধ শিক্ষা করেন। ইনি ইউরোপীয় তুর্কি ভিন্ন ইউরোপের আর কোন স্থান দর্শন করেন নাই এবং ফরাশি ভাষা একটু একটু [illegible]র্তে পারেন। ইহার আকার দীর্ঘ, তত মোটা নয়, শরীরও তত সুস্থ নহে। ইনি বুদ্ধিমান, কর্ম্মঠ, এবং কর্ত্তব্য কর্ম্ম পরায়ণ। ইনি ইহার অধীনস্থ সৈন্যদিগের প্রত্যেক বিষয়ের অনুসন্ধান লন, এবং কে কিরূপ যুদ্ধ কৌশল দেখাইবে, নিজে তাহার আজ্ঞা করেন। তাহার স্বভাব অতি উত্তম এবং তিনি সকলেরই প্রিয়।

—রুশিয়ার এক খানি সম্বাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে কাসগরের আমির ইয়াকুববেগ খাঁর পীড়াতে মৃত্যু হয়, তিনি হাকিম খাঁ তোরা দ্বারা হত হন না।

—কলিকাতায় এখন যে পরিমাণ কলের জল আইসে ইহার দ্বিগুণ পরিমাণ জল আনিবার প্রস্তাব হইতেছে।

—মান্দ্রাজে হাজারকে ৯৪ জনের অধিক লোকের মৃত্যু হইতেছে। দুর্ভিক্ষের পূর্ব্বে এখানে ৩৪ জনের কিছু অধিক মরিত।

—মান্দ্রাজ দুর্ভিক্ষের নিমিত্ত দার্জিলিঙ্গে টাকা সংগ্রহ হইতেছে। ইডেন সাহেব ইহাতে পাঁচশত টাকা দান করিয়াছেন।

—গবর্ণমেণ্ট হলকর রাজ্যের মধ্যে অতিরিক্ত ২৩ মাইল রেলওয়ে প্রস্তুতের অনুমতি দিয়াছেন।

—মান্দ্রাজ ছোট আদালতে গত বৎসর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মকদ্দমা রুজু হইয়াছে।

—বিখ্যাত জর্ম্মেনীয় সৈন্যাধ্যক্ষ মল্টক বলিয়াছেন যে রুশেরা যদি অধিক সংখ্যক সৈন্যকে বলগেরিয়াতে রাখিয়া আহার যোগাইতে পারে তাহা হইলে তাহারা পরিণামে যুদ্ধে জয়ী হইবে। তবে রুশদিগের পক্ষে ইহা সম্ভব কি না সে বিষয় সন্দেহ স্থল, বিশেষতঃ যে স্থলে জলপথ সমুদয় তুর্কদের হস্তে রহিয়াছে।

—ইডেন সাহেব যখন শোনপুরে গমন করিবেন সেই সময় গত দরবারে বেহারের যাহারা উপাধি প্রাপ্ত হন তাহাদিগকে উপাধি প্রদান করিবেন।

—বোম্বাই ও মান্দ্রাজ উভয় স্থানে শস্যের মূল্য নরম হইয়াছে।

—ম্যাকস্‌মুলার পৃথিবীতে যত ধর্ম্ম সম্প্রদায় আছে তাহাদের সমুদয় ধর্ম্মগ্রন্থ ইংরাজীতে অনুবাদ করার সংকল্প করিয়াছেন।

—একজন ফরাশি সম্বাদদাতা গণনা করিয়াছেন যে, যদি একজন সম্পাদক প্রতি দিন দুই শত পংক্তি লিখেন তাহা হইলে মাসে তিনি ছয় হাজার পংক্তি লিখেন এবং বৎসরে ৭২ হাজার পংক্তি তাহার লেখা হইবে এব ৩০ বৎসরে তাহার লেখনী হইতে ২১৬০০০০ পংক্তি নিঃসৃত হইবে। ছয় শত পংক্তিতে একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক লেখা হয়, সুতরাং পত্রিকার সম্পাদক প্রত্যেক বৎসরে এই হিসাবে ১২ খানি পুস্তক এবং ৩০ বৎসরে ৩৬০ খানি পুস্তক লিখেন, অথবা প্রত্যেক পংক্তিতে যদি ৮৬টী অক্ষর থাকে তাহা হইলে তিনি ৩০ বৎসরে দশ কোটী আটলক্ষ অক্ষর লিখিবেন।

—ভাওলপুরের নবাব মান্দ্রাজ দুর্ভিক্ষের নিমিত্ত ১০ হাজার টাকা প্রদান করিয়াছেন।

—১৮৬৬ খৃঃ অব্দ হইতে মান্দ্রাজে উন্মাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে। মান্দ্রাজ বোধ হয় জনশূন্য হইবে।

—গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালোরে কি পরিমাণ লোক প্রতি দিন মরিতেছে তাহার এই তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন। বাঙ্গালোর নগর ও ক্যাণ্টনমেণ্ট বাহির হইতে অনেক দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত লোক কর্ত্তৃক পরিপূর্ণ হইয়াছে। এবং এই নিমিত্ত ১১ই আগষ্ট হইতে ১৩ই সেপ্টেম্বর প্রতিদিন ৩৩ জনের মৃত্যু হয়। ১লা হইতে ১৩ই অক্টবর পর্য্যন্ত মৃত্যুর সংখ্যা কমিয়া সেখানে প্রতিদিন ১৬ জন লোকের মৃত্যু হয়। এতদ্ভিন্ন বেঙ্গালোর রিলিফ ক্যাম্প ও হসপিতালে আগষ্ট মাসে গড়ে প্রতিদিন ৮৪ জনের মৃত্যু হয়। ১লা হইতে ১০ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত প্রতি দিন ৯৫ জনের, ১১ই হইতে ৩০শে পর্য্যন্ত প্রতি দিন ৭০ জনের, ১লা হইতে ১৩ই অক্টবর পর্য্যন্ত প্রতি দিন ৫৫ জনের মৃত্যু হয়।

—এক জন ফরাসি অস্ত্র দ্বারা শ্রবণেন্দ্রিয়ের দোষ সংশোধন করিয়া [illegible]জন চিরবধির বালিকার বধিরতা দূর করিয়াছেন।

—রাজা শৌরিন্দ্রমোহন ঠাকুর আবিনো নামক স্থানে যে সঙ্গীত সভা আছে তাহার সভ্যগণ কর্ত্তৃক উক্ত সভার ফেলো পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

—জোয়াকিস আফ্রিডিদিগের উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট আপাততঃ সৈন্য দ্বারা তাহাদের বাসস্থান সমুদয় বেষ্টন করিয়া রাখি[illegible]ছেন।

—সহজ উপায়ে ছাপার কালি প্রস্তুত করিবার উপায় বাহির হইয়াছে। দশ [illegible] আলকাতরা, ৩৬ ভাগ প্রদীপের শিখা প্রস্তুত কালি, ১০ ভাগ প্র[illegible]শিয়ান নীল, ও ১০ ভাগ গ্লাইসিরিন একত্রিত করিয়া মর্দ্দন করিলে ছাপার উৎকৃষ্ট কালি প্রস্তুত হইবে।

—প্রশিয় গবর্ণমেণ্ট কেবল স্থল যুদ্ধের আয়োজন করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। জলযুদ্ধেরও বিশেষ আয়োজন করিতেছেন। বিয়াল নামক খাড়িতে সম্প্রতি জর্ম্মন গবর্ণমেণ্ট কয়েক খানি বৃহদাকারের রণতরী ভাসমান করিয়াছেন।

—১১ই অক্টবরে মেদিনিপুরে একটী বজ্র পড়িয়া ৯ বৎসরের একটী বালিকা ও ৬১টী গরুর মৃত্যু হয়। বালিকাটী এই গরু গুলিকে মাঠে চরাইতেছিল।

—অধীনস্থ কর্ম্মচারীদিগের ত্রুটিতে ইংলিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি লোকের কিরূপ মনের ভাব হইয়াছে তাহা পাইওনিয়ারের লাহোরস্থ সম্বাদ দাতার পত্র পাঠ করিলে কিছু অনুভব করা যাইতে পারে। লাহোরে সম্প্রতি একটী জনরব উঠে যে একটী কুক্কুটে সেঁকো বিষ আহার করে। এই কুক্কুটটী বড় সাহেব আহার করাতে তাঁহার অবিলম্বে প্রাণ ধ্বংশ হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট এই নিমিত্ত আজ্ঞা দিয়াছেন যে, যাহার নিকট কুক্কুট পাওয়া যাইবে তাহাকে হয় দশ টাকা জরিমানা দিতে, নতুবা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরিত হইতে, হইবে। লোকে এই জনরব শুনিয়া এইরূপ ভয় পাইয়াছে যে, যে যেরূপে পারিতেছে সে সেই রূপে কুক্কুট হত্যা করিতেছে। একজন মেথরের অনেক গুলি কুক্কুট ছিল। সে ইহা হইতে মুক্ত হইবার নিমিত্ত তাহার যত আত্মীয় বন্ধু বান্ধব ছিল সমুদয় নিমন্ত্রণ করিয়া একরাত্রে এগুলি সমস্ত আহার করায়।

—অযোধ্যা ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে অন্ন কষ্ট নিবারণের নিমিত্ত পঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট যে সমুদয় কার্য্য আরম্ভ করার মনস্থ করেন, সম্প্রতি প্রচুর বৃষ্টি হওয়ায় তাহা স্থগিত করিয়াছেন।

—হাইদ্রাবাদে দুর্ভিক্ষের সাহায্যার্থে যে কমিটী নিযুক্ত হয় তাহারা লণ্ডনে লর্ড মেয়ারের নিকট তারে সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন যে, সময় মত বৃষ্টি হওয়াতে হাইদ্রাবাদের নিমিত্ত আর অর্থ সাহায্যের প্রয়োজন করিবে না।

—ইংলিশম্যান শুনিয়াছেন যে, পোষ্টাল কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা স্থির করিয়াছেন যে রবিবারে পোষ্টাফিষে পত্র রেজেষ্টরি, বাঙ্গি পারশেল গ্রহণ অথবা বাঙ্গি পারশেল পোষ্ট আফিষ হইতে বিলি হইবেনা। আবার রবিবারে সবে একবার পত্র বিলি হইবে। এরূপ বন্দবস্ত দ্বারা লোকের অনেক সময় বিস্তর ক্ষতি হইবে। পোষ্টাল বিভাগের কর্ম্মচারিদিগকে বিশ্রাম দেওয়ার উদ্দেশে যদি এবন্দবস্ত হইবার প্রস্তাব হইয়া থাকে তাহা হইলে কর্ত্তৃপক্ষীয়দের অন্য উপায় করা কর্ত্তব্য। পোষ্টাল বিভাগ দ্বারা গবর্ণমেণ্ট বিস্তর আয় করেন, এবং অর্থের সচ্ছলতা থাকাতে অনায়াসে গবর্ণমেণ্ট সাধারণকে কষ্ট না দিয়া পোষ্টাল বিভাগের কর্ম্মচারি দিগকে রবিবারে ছুটী দিতে পারেন। আমাদের বিবেচনায় কেবল রবিবারে কর্ম্ম করিবে এইরূপ এক শ্রেণী কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিলে সকল রকম সুবিধা হইতে পারে।

—বেডিলিয়ান লাইব্রারিতে একখানি পার্শি হস্ত লিপি পাওয়া গিয়াছে। এখানি বাঙ্গলার এক জন মুসলমানের লিখিত। এই মুসলমানের নাম ইতিসাম হেদিন, ইহার পিতার নাম সেখ তাজ হেদিন। ইনি সা আলমের এক খানি পত্র লইয়া ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় জর্জ্জের নিকট গমন করেন এবং সেই উপলক্ষে ইংলণ্ড দর্শন করিয়া এই হস্ত লিপিতে ইংলণ্ডের বিবরণ প্রকাশ করেন। রয়াল আশিয়টিক সোসইটীতে সা আলমের একখানি পত্র আছে। এই পত্র দ্বারা সা আলম দিল্লি সিংহাসন পুনঃ অধিকার করিবার নিমিত্ত ইংলণ্ডের রাজার নিকট ৫ কি ৬ হাজার সৈন্য চাহিয়া পাঠান। সম্ভবতঃ বাঙ্গলার উপরি উক্ত মুসলমান এই পত্র লইয়া ইংলণ্ডে গমন করেন। এই পত্র পাঠ করিয়া বোধ হয় সুচতুর ইংরাজেরা মুসলমান রাজ্যের দুরবস্থার বিষয় অবগত হন এবং অবগত হইয়া ভারতবর্ষ অধিকার করার সংকল্প করেন।

—কাস্পেন সাগরের উপরে রেষ্ট নামক বন্দরে সংক্রামক মহামারি উপস্থিত, হওয়াতে রুশেরা অতিশয় ভীত হইয়াছে। ইহ আষ্ট্রাকানে বিস্তার না হয় রুশ গবর্ণমেণ্ট তাহার যত্ন করিতেছেন।

—জোয়াকিস আফ্রিডিসেরা কোহাতে ক্রমাগত উপদ্রব করিতেছে। সম্প্রতি একদিন রাত্রে এক খানি গ্রাম আক্রমণ করিয়া একজন স্ত্রীলোককে হত্যা করিয়াছে। কোহাতে ক্যাণ্টনমেণ্টের মধ্যে ইহারা এক দিন এক ব্যক্তিকে গুলি করে। অন্ধকার হইলে আফ্রিডিসদিগের ভয়ে ক্যাণ্টনমেণ্ট হইতে কেহ সাহস করিয়া বাহির হইতে পারিতেছেনা।

—বাবু কানাইলাল দে, ডাক্তার উডের অনুপস্থিত কাল পর্য্যন্ত মেডিকেল কালেজের রসায়ন বিদ্যার অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

—মক্কার সেরিফ ১৬ই আগষ্ট তারিখে আলেকজেণ্ড্রিয়াতে উপস্থিত হন এবং মিশোর দেশের রাজা তাঁহাকে সসম্ভ্রমে গ্রহণ করেন।

—মান্দ্রাজ দুর্ভিক্ষের নিমিত্ত ঢাকাতে ৮৬১২ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে, ইহার ৫ হাজার টাকা নবাব গনিমিয়া ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র নবাব আসানুল্লা প্রদান করিয়াছেন।

—মান্দ্রাজে এবার একজন রমণী প্রবেশিকা পরীক্ষায় উপস্থিত হইবে।

—আষ্ট্রিলিয়াবাসীরা মান্দ্রাজের দুর্ভিক্ষের নিমিত্ত ৬০ হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন।

—মহীশূরের পাটরাণীর ৭৩ বৎসর বয়সে মৃত্যু হইয়াছে। ইনি একজন বিখ্যাত রমণী ছিলেন। ইহার মৃত্যুতে মহীশূর ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

—এইরূপ রাষ্ট্র আলি মসজিদে অবিলম্বে সৈন্য প্রেরণ করিবার নিমিত্ত আমির সের আলি জালালাবাদের গবর্ণরকে আজ্ঞা দিয়াছেন। তিনি তুর্কিস্থান হইতে একখানি পত্র পাইয়াছেন। তাহাতে তুর্কি স্থানের শাসন কর্ত্তা লিখিয়াছেন যে তিনি আমিরের আদেশানুসারে তাঁহার অধীনস্থ সকল সর্দ্দারদিগের নিকট জেহাদ প্রচার করিয়াছেন এবং সর্দ্দারেরা সৈন্য সংগ্রহ করিতেছে। তাসকন্দের শাসনকর্ত্তাও নাকি আমীর সের আলিকে এই মর্ম্মে পত্র লিখিয়াছেন।

—ডেলি টেলিগ্রাফ ও নিউইয়ার্ক হেরাল্ড ষ্টানলি সাহেব নামক একজনকে আফিরিকার মধ্য প্রদেশ গবেষণার নিমিত্ত প্রেরণ করেন। এক বৎসর তাহার কোন তল্লাস পাওয়া যায় না [illegible] এক বৎসরের পর সংবাদ আসিয়াছে যে, তিনি অনুসন্ধান করিয়াছেন যে কঙ্গো ও লাডলাবা নামক দুইটী নদীই এক এবং ইহা আফেরিকার মধ্যে দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। তাহার আবিষ্কৃত বিষয় দ্বারা আফেরিকার ভবিষ্যৎ বাণিজ্য ব্যবসায়ের বিস্তর উপকার হইবে।

—এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালোরে অপূর্ব্ব দুলিচা প্রস্তুত হইত এবং এদেশে ইহার অধিক আদর ছিল কিন্তু সম্প্রতি একজন সাহেব বিলাত হইতে যন্ত্র আনিয়া ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দুলিচা প্রস্তুত করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। তাহা হইলে বাঙ্গালোর কারিগরদিগের অন্ন মারা যাইবে এবং দেশীয় আর একটী শিল্প কার্য্যের ধ্বংশ হইবে।

—এরূপ রাষ্ট্র গোয়ালপাড়াতে জন কয়েক পোলিস এক ব্যক্তির উপর এত অত্যাচার করিয়াছে যে, সে ইহা সহ্য করিতে না পারিয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে।

—মেজর ল্যান্স যাহাকে আফ্রিডিসেরা গুলি করে তিনি ছুটী লইয়া বাটি যাইতেছেন। তাহার বাহু ছেদন করিতে হইবে না, কিন্তু উহা অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছে।

—পারিসে একরূপ নূতন জাহাজের সৃষ্টি হইয়াছে। এই জাহাজ লণ্ডন হইতে নিউইয়ার্কে তিন দিনে গমন করিবে। বাষ্প কর্ত্তৃক ইহা চালিত হইবে না, বায়ুর শক্তিতে চালিত হইবে।

—দিল্লি গেজেট লিখিয়াছেন এই রূপ রাষ্ট্র যে বেডাতন জেলার মাজিষ্ট্রেটকে কোন ব্যক্তি বিষ খাওয়াইয়া হত্যা করার যত্ন করে এবং এই বিষয়ের অনুসন্ধান হইতেছে।

—বাঁকিপুর হইতে গয়া পর্য্যন্ত রেলওয়ে সত্বর প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইবে। এই রেলওয়েটী গয়া ও পাটনার জমিদারদের অর্থে প্রস্তুত হইবে। ইহারা এই কার্য্যের নিমিত্ত ২০ লক্ষ টাকা দিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট এ টাকার শতকরা বৎসর ৪ টাকা সুদের নিমিত্ত মাতব্বরী থাকিবেন। রেলওয়ে গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে রক্ষিত হইবে।

—গয়াতে সম্প্রতি ডাক মারা গিয়াছে এবং গবর্ণমেণ্ট ইহার অনুসন্ধান করিতেছেন।

—রাঙ্গুন ডেলিনিউসে নিম্নের সম্বাদটী প্রকাশ হইয়াছে। রাঙ্গুনে একটি যুবতীর পাণী গ্রহণার্থ দুই ব্যক্তি প্রার্থী হয়। এক জন ধনী কিন্তু বৃদ্ধ, অপর ব্যক্তি যুবা কিন্তু নির্ধন। যুবতীর পিতা প্রথমোক্ত ব্যক্তির সঙ্গে কন্যার বিবাহ দেন। কিছু দিন পরে যুবতীর ওলাউঠা হয় ও মূর্চ্ছাপন্ন হওয়াতে তাহার মৃত্যু হইয়াছে এই রূপ বিবেচনা করিয়া তাহাকে সমাধি স্থানে রাখিয়া আসা হয়। যুবক বর তাহাকে সমাধি স্থানে দেখিতে আইসে। সেখানে আসিয়া তাহার সন্দেহ হয় যে যুবতীর প্রাণ ত্যাগ হয় নাই। সে তাহাকে নিজ গৃহে লইয়া সেবা সুশ্রূষা করাতে যুবতী পুনঃ জীবিত হইয়াছে। এখন যুবকবর যুবতীকে ছাড়িতেছেনা। সে বলিতেছে যে তাহার বৃদ্ধ স্বামীর তাহার উপর কোন অধিকার নাই। সম্পাদক অনুমান করিয়াছেন ইহা লইয়া মকর্দ্দমা হইবে।

—তুর্ক দূত কাবুল পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি ২৩ সে কি ২৪ সে হয় ত পেশোয়ারে উপস্থিত হইবেন।

—সমগ্র ভারতবর্ষের জন সংখ্যা লইবার নিমিত্ত কমিটীর অধিবেশন জানুয়ারি মাসের পূর্ব্বে হইবেনা। ডাক্তার কর্নিশ ইহার এক জন মেম্বর। তিনি আপাততঃ মান্দ্রাজ পরিত্যাগ করিতে না পারাতে এই বিলম্ব হইবে।

—ইংলিশম্যান লিখিয়াছেন, ত্রিপুরার মুনসেফ বাবু মথুরানাথকে তথাকার সেসন জজ পাঁচ বৎসরের নিমিত্ত কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাসের আজ্ঞা দিয়াছেন। তিনি হাইকোর্টে আপিল করিয়াছেন। আমরা এখন পর্য্যন্ত এ মকর্দ্দমার কোন সংবাদ পাই নাই। আমরা জানি না ইংলিশম্যানের এসম্বাদটী সত্য কি মিথ্যা।

—গত ছয় মাস সামুদ্রিক বাণিজ্যের দ্বারা গবর্ণমেণ্টের ১০২৪৭৫০৫ টাকা আয় হইয়াছে। গত বৎসর এই ছয় মাসে ইহাতে গবর্ণমেণ্টের ৯৫,৮৭৩৬৫ টাকা আয় হয়। লবণের শুল্ক দ্বারা যে আয় হইয়াছে তাহা ইহার মধ্যে গণনা করা হয় নাই।

—চিন সম্রাট সম্প্রতি কাসগারে যুদ্ধে জয়লাভ করাতে তাহার এতদূর স্ফূর্ত্তি হইয়াছে যে, তিনি শ্যামের রাজার নিকট কর চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। শ্যামের রাজা কর দিতে অস্বীকার হইয়াছেন এবং তিনি বলিয়াছেন যে তিনি যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত তবু কর দিবেন না। বিধাতা না করেন, কিন্তু যদি এই যুদ্ধ আরম্ভ হয় তাহা হইলে এই সুযোগে কোন না কোন ইউরোপীয় জাতির কিছু না কিছু লাভ হইবে।

—২৭সে সেপ্টেম্বর তারিখে ডিউক [illegible] ও তৈজত পাসার মধ্যে বন্দবস্ত হয় যে যুদ্ধে আহত ব্যক্তিদিগকে যুদ্ধ ক্ষেত্র হইতে চিকিৎসালয়ে আনয়ন অথবা তাহাদিগকে চিকিৎসালয়ে রাখিয়া চিকিৎসা করিবার সময় রুশেরা তাহাদের প্রতি গুলি নিক্ষেপ করিবে না কিন্তু এরূপ বন্দবস্ত সত্বেও রুশেরা নাকি গুলি বর্ষণ করিতেছে।

পত্তনি দিবার।

বিজ্ঞাপন।

ঢাকার পূর্ব্ব এবং পূর্ব্ব দক্ষিণ ও পূর্ব্বোত্তর দিকে নানা স্থানে বিশেষত জেলা বাখরগঞ্জ, কুমিল্লা ও ফরিদপুরের অধীন আমাদিগের যে সমস্ত জমিদারী ও তালুকাত আছে, তাহা পত্তনি বিলি বন্দোবস্ত করিবার জন্য ইতিপূর্ব্বে বিজ্ঞাপন দিয়াও কারণ বশত স্থগিত রাখা হইয়াছিল। সম্প্রতি ঐ সকল মহাল (যত শীঘ্র হইতে পারে) পত্তনি দেওয়া স্থিরতরে এতদ্বারা পুনশ্চ জানান যাইতেছে যে গ্রাহকগন আমাদিগের ঢাকাস্থিত সদর কাছারিতে প্রার্থনা পত্র অর্পণ করিলেই কার্য্যারম্ভ করা যাইবেক। আমাদের ক্ষমতা প্রাপ্ত অনতর কার্য্যকারক শ্রীযুত বাবু রাজ গোবিন্দ সরকার সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট নিকট নিয়ম জানিতে পারিবেন॥

৬ই, আশ্বিন } শ্রীকানাইয়া লাল রায় চৌধুরী
১২৮৪ সাল। } শ্রীকিশোরি লাল রায় চৌধুরী
শ্রীযশোদা লাল রায় চৌধুরী

আমার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান তারকনাথ চট্টপাধ্যায় চাকুরির জন্য এ.সনশোল গিয়াছিল। তথা হইতে ৯।১০ মাস অনুদ্দেশ হইয়াছে। বয়স ২৫।২৬ বৎসর দোহারা, উত্তম শ্যামবর্ণ। হতের কোনের উপর একটী কাটার দাগ আছে। কিছু গাওনা ও ইংরাজি বিদ্যা জানে। এ ব্যক্তিকে কেহ সন্ধান করিয়া দিতে পারিলে তাঁহার নিকট চিরবাধিত হইব এবং পারিতোষিক পাওয়ার প্রার্থীকে ২৫ টাকা পারিতোষিক দিব। তারক নাথ ইহা জানিতে পারিলে তৎক্ষণাৎ যেন বাটী আইসে, কারণ তাহার মাতা নিতান্ত কাতর।

২৮এ ভাদ্র | শ্রীবক্তিবর চট্টপাধ্যায়
সং রায়গ্রাম, পোষ্টাপিশ
৮৪ সাল | নলডাঙ্গা জেলা যশোহর। ৫

চাটুর্য্যে ব্রাদার্শ এবং কোং

কমিসন এজেণ্ট।

বিলাতি ধোয়া এবং কোরা, নুতন ধরণের পাড়, ধুতি ও সাটী, সরেশ এবং নিরেশ, চাটুর্য্যে ব্রাদার্স কোং কমিসনের দ্বারায় বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত করিয়াছেন। যাঁহারা এক বেল, কিম্বা এক বাক্স লইবেন তাঁহারা কমিসন দিয়া হাউসের খরিদ দরে পাইবেন।

৪১ নং মলঙ্গা লেন বহুবাজার
কলিকাতা।

অর্শ রোগের

অব্যার্থ

মহৌষধ!!!

শ্রীকরালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৪৮ নং মলঙ্গ লেন

বহুবাজার

কলিকাতা।

সুলভ! **সুলভ**!! অতি সুলভ!!!

আমরা বিলাত হইতে অত্যুত্তম বিচিত্র লোডার, মজেল লোডার বন্দুক, রায়ফল, পিস্তুল, ৫ নাগাৎ ২০ নলি রিভলবার, বারুদ,কাপ, টোটা ও শীসার সকল প্রকার সরঞ্জাম অতি সুলভ মুল্যে বিক্রয়ার্থে আমদানি করিয়াছি। যাঁহার প্রয়োজন হইবেক নিম্ন লিখিত স্থানে তত্ত্ব করিলে পাইবেন। আর বন্দুকাদি সকল প্রকার অস্ত্র মেরামত অতি সুলভ মুল্যে ও সুচারুরূপে সম্পাদিত হইতেছে।

ডিঃ এন্ বিশ্বাস কোং
নং ৩২ লালদিঘির দক্ষিণ
কলিকাতা।

নিম্ন লিখিত পুস্তক গুলি ২৪৯ নং বহুবাজার ষ্ট্রিট ষ্টানহোপ প্রেস ও ৫৫ নং কলেজ ষ্ট্রিট ক্যানিং লাইব্রেরীতে বিক্রয় হয়।

		মুল্য	মাশুল
১	Three years in Europe, 2nd. Ed.	১	৵০
২	ইউরোপে তিন বৎসর	।।০	৴০
৩	বঙ্গ-বিজেতা, শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত	১।০	৵০
৪	মাধবী কঙ্কণ, " " (প্রকাশ হইয়াছে)	১	৵০
৫	The Indian Pilgrim. (Poem) R.C.Dutta	।।০	৴০
৬	The Peasantry of Bengal.	২	৵০
৭	The Literature of Bengal	১	৵০

ভৈষজ্য রত্নাবলী।

সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা গ্রন্থ।

ইহাতে সমস্ত রোগের চিকিৎসা, পথ্যাপথ্য, ঔষধ প্রয়োগ ও প্রস্তুত করিবার প্রণালী বিস্তারিত রূপে লিখিত হইয়াছে। ইহা পরিবর্দ্ধিত অর্থাৎ ইহাতে চক্রদত্ত, রসেন্দ্রচিন্তামণি ও শার্ঙ্গধর প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থ হইতে নানা প্রকার তৈল, ঘৃত, ধাতুঘটিত ঔষধ ও অরিষ্ট আসবাদি সন্নিবিষ্ট করিয়া মুল্য ও বঙ্গ ভাষায় অনুবাদ সহিত মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে; ৬ টাকা ডাকমাশুল ।।০ আনা।

আয়ুর্ব্বেদীয় দ্রব্যাভিধান।

ধন্বন্তরি নির্ঘণ্ট সংকণ্ঠ রত্নাভরণ, মদনপ নির্ঘণ্ট ও পর্য্যায় রত্নমালা প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদীয় বিবিধ দ্রব্যাভিধান এবং নানা কোষ হইতে আয়ুর্ব্বেদীয় দ্রব্য সমস্ত, রোগদুশ্চারীর মন্ত্র ও মন পরিভাষা প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদ পঠনোপযোগী বিষয়সমস্তের নাম লিঙ্গ ও অর্থ ইত্যাদি সংগৃহীত হইয়া আকারাদি বর্ণ ক্রমে বিন্যস্ত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে।

মুল্য ২ টাকা ডাক মাশুল ৵০ আনা।

আবশ্যক হইলে আমার নিকট মুল্য পাঠাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীবিনদ লাল সেন গুপ্ত কবিরাজ
আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়।
১৪৬ নং লোয়ার চিৎপুর রোড
ফৌজদারী বালাখানা—কলিকাতা

জুওলজিকেল গার্ডেন

অর্থাৎ প্রানীবাটিকা উদ্যান।

বুধবার ও রবিবার ব্যতীত উক্ত উদ্যানে প্রবেশ করিবার নিয়ম প্রতি দিন এক আনা। ১লা নবেম্বর পর্য্যন্ত এই নিয়ম চলিবে।

বুধবারে কেবল মেম্বরগণই প্রবেশ করিতে পারিবেন এবং রবিবারে আট আনা দিয়া প্রবেশ করিতে হইবে।

এইচ লী
অফিসিয়েটিং অনারারী সেক্রেটারী

অর্শ রোগের অব্যর্থ ঔষধ আমার নিকট বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে, ঔষধ একটী মাদুলী মাত্র হস্তে ধারণ করিতে হয়। অন্যান্য নিয়মের পৃথক নিয়ম পত্র পাওয়া যাইবে। এই ঔষধ ধারণ করিয়া অনেক লোককে আরোগ্য হইতে দেখিয়া, জনৈক উদাসীনের নিকট আমি শিক্ষা করিয়াছি, ব্যয় মুল্যেই আমি উক্ত ঔষধ প্রাদান করিয়া থাকি।

মু ১........... ।/৫ ডাক মাশুল...... ৴০

শ্রীলক্ষ্মী নারায়ন মিত্র
ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে আফিস কলিকাতা।

রত্নগর্ভা।

(দৃশ্যকাব্য।)

আর্য্যাবর্ত্তের স্বাধীনতা বর্ণনা এই নাটকের প্রধান উদ্দেশ্য। আর্য্যবর্ত্তের গৌরব প্রিয় যুবাগন এই পুস্তক খানি একবার পাঠ করিয়া লেখকের উৎসাহ বর্দ্ধন করিবেন। মুল্য৵০ বার আনা।

এই পুস্তক কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রিট ক্যানিং লাইব্রেরীতে, মিত্র এণ্ড কোং ও চিনাবাজার পদ্ম চন্দ্র নাগের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

শ্রীচন্দ্রভুষণ বর্ম্ম মজুমদার। ৩

ডাক্তার হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মা কৃত।

টক্সিকোলজিক্যাল চার্ট।

ধাতু ঘটিত, ঔদভিদিক ও প্রানি ঘটিত বিষ খাইলে যে যে লক্ষণ উপস্থিত হয় এবং নিশ্বাসবন্ধ (জলে ডুবা, প্রান নাশক, বায়ু কর্ত্তৃক শ্বাস রোধ, বজ্রাঘাত, উদ্বন্ধন, শ্বাসবিহীন সদ্য প্রসুত সন্তান, অতিশয় শীত ও অতিশয় গ্রীষ্ম) জন্য অস্বাস্থ্য, তাহার বিবরণ এবং তাহার নানাবিধ প্রতিকারের ব্যবস্থা।

প্রতি খণ্ড রং করা ও ভাল বাঁধা	২।।০
খালি কাপড় মোড়া কাগজ	১।।০
ডাক মাশুল ইত্যাদি	১

[illegible] চার্ট খানি অতি সুন্দররূপ প্রস্তুত হইয়াছে। প্রতি বাটিতে ইহার এক এক খানি রাখা নিতান্ত প্রয়োজন ও হিতকর। হঠাৎ কেহ বিষ খাইলে বা কাহাকে সাপে কাটিলে বা কোন বিপদ উপস্থিত হইলে সর্ব্বত্র চিকিৎসক পাওয়া সহজ নহে। সামান্য প্রণালী অবলম্বন করিলে অনেক সময় ঘোর বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। কিন্তু সেই সামান্য প্রণালীর পরিজ্ঞান অভাবে অনেক প্রান নষ্ট হয়। [illegible] চার্ট খানি সেই অভাব পূরণ করিবে। প্রতি আফিসে, প্রকাশ্য স্থানে, বিদ্যালয়ে ও প্রতি বাড়িতে ইহার এক খণ্ড রাখা অতি আবশ্যক ও হিতকর।

ডাক্তার হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মা কৃত জিবন রক্ষক ১ম ভাগ মুল্য ।।০, ব্যায়াম শিক্ষা ১ম ভাগ মুল্য ।০ ও ব্যায়াম শিক্ষা ২য় ভাগ মুল্য ।০ বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে। উহা ১০৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রিট ডাক্তার হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার নিকট, সংস্কৃত ডিপজিটারিতে ও আমার নিকট পাওয়া যায়।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
ক্যানিং লাইব্রারি অধ্যক্ষ কলেজ ষ্ট্রিট, কলিকাতা।

এই পত্রিকা কলিকাতা, বাগবাজার আনন্দ চন্দ্র চাটুর্য্যের গলি ২নং বাটী হইতে প্রতি বৃহস্পতিবার শ্রীচন্দ্র নাথ রায় দ্বারা প্রকাশিত হয়।